জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

সমবায় জয়

পোলবার মেঘসার সমবায় নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতল তৃণমূল। বোর্ড গঠনে ন'টি আসনের জন্য নির্বাচনে তৃণমূল সমর্থিতরা ছাড়া অন্য কোনও দল মনোনয়নই জমা দেয়নি। ঢাক বাজিয়ে জয়োল্লাসে মেতে ওঠেন কর্মীরা

ফের ভারী বৃষ্টি

আজ থেকে ফের ভারী বৃষ্টি। বুধবারের পর আবহাওয়ার পরিবর্তন। উত্তরের জেলাতেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। জলীয় বাষ্পের কারণে অস্বস্তি থাকবে

হরিদ্বারে মনসামন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে হত ৬, আহত বহু দর্শনার্থী

নগদ অর্থকাণ্ডে বিচারপতি বর্মার মামলার সুপ্রিম শুনানি সোমবার

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৬৫ ● ২৮ জুলাই, ২০২৫ ● ১১ শ্রাবণ ১৪৩২ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 65 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 28 JULY, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বাংলাবিদ্বেষ-ভাষাসন্ত্রাস চরমে ■ প্রতিবাদে গর্জে উঠল তৃণমূল

নির্মম বিজেপি, রেহাই দিল না মা-শিশুকেও : মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : বিজেপির বাংলা ভাষা-বিদ্বেষ যে কোনখানে পৌঁছতে পারে, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি রাজ্যগুলিতে সাংঘাতিক সন্ত্রাসের নমুনা তুলে ধরলেন তৃণমূলনেত্রী। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই ভিডিও-তে উঠে আসে মালদহের চাঁচলের মা ও শিশুকে মারধরের নির্মম কাহিনি। চাঁচলের এক পরিযায়ী শ্রমিক পরিবার থাকতেন দিল্লির গীতা কলোনিতে। তাঁরা বাঙালি এবং বাংলাভাষী হওয়ায় সেখানে প্রবল অত্যাচার চালানো হয় মা ও শিশুপুত্রের উপর। ওই মহিলা সাজেনুর পারভিনকেই শুধু মারধর করা হয়নি, তাঁর দেড় বছরের শিশুপুত্রকেও মেরে কান ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। (এরপর ১০ পাতায়)

আজ বীরভূমে ভাষা আন্দোলনে দলনেত্রী

প্রতিবেদন : বিজেপির রাজ্যে-রাজ্যে ধারাবাহিক বাঙালি হেনস্থা চলছে। চলছে ভাষাসন্ত্রাস। বাংলায় কথা বললে আর রক্ষে নেই। হয় তাঁকে চালান করে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশে, নতুবা জোর করে আটকে রেখে অত্যাচার করা হচ্ছে। প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, সোমবার বীরভূমে প্রতিবাদের জনপ্লাবনে যোগ দেবেন তিনি। (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

একা একেবারে

রাস্তায় যেতে যেতে
ট্রাফিকের লাল বাতিতে
থেমে গেল আমার গাড়িটা।
গাড়ির সামনেই দেখলাম
দাঁড়িয়ে আছে একটা
শববাহী গাড়ি।
পিছনে মৃতদেহ
সাদা কাপড়ে ঢাকা।
কয়েকটা সাদা ফুলের মালা।
গাড়িটা চালাচ্ছেন একজন সারথি।
পাশে কেউ নেই।
সারথিও একা,
মৃতদেহও একা।
ভাবলাম—
একদিন সে জন্মেছিল
তার আপন মায়ের গর্ভে,
জন্মেই পেয়েছিল
মায়ের ভালোবাসার আঁচল।
সারাজীবন ধরে—
নিশ্চই ছিল তার অনেক আত্মীয়-স্বজন,
বন্ধু-বান্ধব ও আপনজন।
তার জীবনে কত শত ছিল
আনন্দ ও দুঃখ।
কেটে গেছে বহুদিন।
আর আজ—
জীবনসায়াহ্নে অশ্রুসজলে
না—কেউ নেই—নেই।
জন্মেছিল, পেয়েছিল মা,
তারপর বহুজন।
আজ যাবার বেলায়
একেবারে একা
কেউ নেই, নেই কেউ!
ভাবলাম—
আমি তো গাড়িটার পেছনে।
তবে আমি তো তাকে
শেষ শ্রদ্ধা জানালাম।
মনে মনে বললাম—
শান্তি-শান্তি-শান্তি।
যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন।
আবার ফিরে আসুন
এই পৃথিবীতে।
সেদিন আপনি একা নন
পাবেন অনেককে।
সেদিন আমি নাই-বা থাকলাম।

মহারাষ্ট্রে নয়া কেলেঙ্কারি

লড়কি-বহিনের টাকা পাচ্ছে ১৪,০০০ পুরুষ

প্রতিবেদন : ফের বিজেপি-শাসিত ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যে আর্থিক দুর্নীতি। মহারাষ্ট্রে লড়কি বহিন প্রকল্পে টাকা পাচ্ছেন পুরুষরা! এক-আধজন নয়, সরকারি তথ্য বলছে, সংখ্যাটা ১৪ হাজারেরও বেশি! বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-কে নকল করে গত বছর থেকে মহারাষ্ট্রে চালু হয়েছিল এই লড়কি বহিন প্রকল্প। কিন্তু যা অবস্থা, এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই কার্যত মুখ থুবড়ে পড়ল মহারাষ্ট্র সরকারের এই প্রকল্প। এই নিয়ে এদিন তীব্র কটাক্ষ করে তৃণমূল। দলের মুখপাত্র তথা রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, মহারাষ্ট্র থেকে ভয়ঙ্কর এক কেলেঙ্কারির খবর সামনে এসেছে। আমাদের রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রীর মতো সব বয়সের মহিলাদের জন্য নানা প্রকল্প এনেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এখানে প্রকল্পগুলি চালু করেন, (এরপর ১২ পাতায়)

বিজেপি এখন রাজাকারের ভূমিকায়

প্রতিবেদন : বিজেপি বাঙালির শত্রু। গরিব মানুষের শত্রু। কিছু কর্পোরেট সংস্থার টাকায় পুষ্ট দুর্বৃত্ত রাজাকার ক্রিমিনালের দল। বেছে বেছে বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচার বিজেপি রাজ্যগুলিতে! বৈধ নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও কোথাও বাংলার পরিযায়ী শ্রমিককে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রেখে লাগাতার হেনস্থা, কোথাও চুপচাপ বাংলাদেশে পুশব্যাক। যেন বাংলায় কথা বললেই সে বাংলাদেশি! বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলা ভাষার উপর এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গোটা রাজ্য জুড়ে চলছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ। এবার বিজেপি-আরএসএসের যৌথ চক্রান্তের বিরুদ্ধে সরব হল দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুর নেতৃত্বে (এরপর ১২ পাতায়)

দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের সাংবাদিক সম্মেলনে বিশিষ্টরা। রবিবার। প্রেস ক্লাবে।

গাড়িতে তুলে গণধর্ষণ পথচারীকে

প্রতিবেদন : ফের সেই বিজেপি-রাজ্য! পথচারী মহিলাকে গাড়িতে তুলে গণধর্ষণ করা হল। মহারাষ্ট্রের লোনাওয়ালার ঘটনা। বিজেপির 'সু-শাসনে' রাজ্যের এমনই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এক-এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে ধর্ষণ করে শুনশান রাস্তায় ওই মহিলাকে ফেলে রেখে যায় দুষ্কৃতীরা। কোনওমতে নিরাপদ স্থানে গিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন তরুণী। অভিযোগ,

বিজেপির মহারাষ্ট্র

তিন দুষ্কৃতী গাড়ির ভিতরেই ধর্ষণ করে তরুণীকে। তরুণী পুলিশের দ্বারস্থ হলে তাঁকে চিকিৎসা করানোর ব্যবস্থা করা হয়। লোনাওয়ালা থানার পুলিশ স্থানীয় এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে (এরপর ১০ পাতায়)

অধ্যাপকের স্ত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা

প্রতিবেদন : বিজেপির ডবল ইঞ্জিন ওড়িশায় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে নারী-নির্যাতনের ঘটনা। বিজেপির সরকার গঠনের পর থেকেই উচ্ছন্নে গিয়েছে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক তৎপরতা। কলেজ পড়ুয়া থেকে অধ্যাপক কিংবা অধ্যাপকের স্ত্রী, বিজেপির ওড়িশায় কেউই নিরাপদ নন। এবার অধ্যাপকদের কোয়ার্টারে ঢুকে ধর্ষণের চেষ্টা ফকির মোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের

ওড়িশা

স্ত্রীকে! শুক্রবার নিজেকে গ্যাস সারাই কর্মী বলে পরিচয় দিয়ে অধ্যাপকের কোয়ার্টারে ঢুকে পড়ে হরিহর পাত্র নামে এক যুবক। জোর করে দরজা বন্ধ করে অধ্যাপকের (এরপর ১২ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

28 July, 2025 • Monday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০১৬ মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬) প্রয়াত হলেন। ভারতের কিংবদন্তি লেখিকাদের মধ্যে অগ্রগণ্য প্রবাদপ্রতিম লেখিকা। শবর উপজাতির নিপীড়িত মানুষের হয়ে লড়াই করা এবং তাদের জীবনকে অসামান্য নিপুণতায় তাঁর লেখায় স্থান দেওয়ার জন্য তিনি 'শবর-জননী' নামেও খ্যাত। ১৯৫৬ সালে ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর জীবনী অবলম্বনে তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাসের নাম 'ঝাঁসির রানি'। এটি লেখার আগে দীর্ঘ দিন ঝাঁসি অঞ্চলে গিয়ে সেখানে আদিবাসীদের উপর অনেক গবেষণা করেন তিনি। বিরসা মুণ্ডার জীবনকাহিনি অবলম্বনে রচিত তাঁর একটি বিখ্যাত উপন্যাস হল 'অরণ্যের অধিকার'। 'অরণ্যের অধিকার' রচনার জন্য সাহিত্য রচনার স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৭৯ সালে সাহিত্য অকাদেমি পান। তিনি প্রায় একশোটির উপর উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'হাজার চুরাশির মা'। আদিবাসীদের সংগ্রাম নিয়ে রচিত তাঁর অন্যতম উপন্যাস 'চোট্টিমুণ্ডা ও তার তীর', 'তিতুমীর' ইত্যাদি। সারা জীবনে অজস্র পুরস্কারে সম্মানিত হন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— পদ্মশ্রী, জ্ঞানপীঠ, রামন ম্যাগসাইসাই, পদ্মবিভূষণ, বঙ্গবিভূষণ ইত্যাদি।

১৯৩৮ সুখেন দাস (১৯৩৮-২০০৪) কলকাতায় জন্ম নেন। চলচ্চিত্র অভিনেতা এবং পরিচালক। সেটা ১৯৪৯ সাল। দেবনারায়ণ তখন 'দাসীপুত্র' নামে একটা ছবি করছেন। সুখেনের বয়স তখন মাত্র এগারো। সদ্য কেরিকেচার দেখে সুখেনমুগ্ধ দেবনারায়ণ তাঁকে এই ছবিতেই ছোট্ট একটি পার্ট দিলেন। 'মাস্টার সুখেন' হিসেবে এভাবেই এই ছবিতেই বাংলার সিনেমা জগতে অভিনেতা সুখেন দাসের আবির্ভাব ঘটে গেল। এ-বছরই তিনি আরেকটি ছবিতে অভিনয় করেন, তা হল কবি-সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত 'কুয়াশা' ছবিতে। এই ছবিতে তিনি ছোট্ট-নায়ক। তারপর আরও পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করে প্রায় আড়াইশো বাংলা ছায়াছবিতে অভিনয় করেছেন। পঞ্চাশের বেশি ছবিতে নায়কের চরিত্রে এবং দুই শতাধিক ছবিতে তিনি চরিত্রাভিনেতা হিসেবে রেখেছেন নিজস্বতার স্বাক্ষর। শুধু অভিনয় নয় কাহিনিকার, চিত্রনাট্য রচয়িতা ও চিত্রপরিচালকের ভূমিকাতেও তিনি অত্যন্ত সফল। সত্তর-পরবর্তী পরিবর্তিত কাহিনিধারার বাংলা ছবিতে নব্বইয়ের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত 'সুখেন দাস' একটি ঘরানার নাম।

১৭৯৪ রোবেস্পিয়ার এদিন গিলোটিনে বলি হন। জনতার উল্লাসের মধ্যে তাঁকে মরতে হল। তিনি ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম নেতা ও জ্যাকোবিন দলের সদস্য ছিলেন।

১৯১৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপে শুরু হয় এবং ১১ নভেম্বর ১৯১৮ পর্যন্ত চলেছিল। ১৮ জুন বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভো শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ড এক সার্বের গুলিতে নিহত হন। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সার্বিয়াকে দায়ী করে এবং ওই বছরের ২৮ জুলাই সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ যুদ্ধে দু'দেশের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ে। এতে যোগ দিয়েছিল সে সময়ের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী সকল দেশ। একপক্ষে ছিল উসমানীয় সাম্রাজ্য, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, জার্মানি ও বুলগেরিয়া। যাদের বলা হত কেন্দ্রীয় শক্তি। আর অপরপক্ষে ছিল সার্বিয়া, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জাপান, ইতালি, রুমানিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যাদের বলা হত মিত্রশক্তি।

১৬৩৫ রবার্ট হুক (১৬৩৫-১৭০৩) জন্মগ্রহণ করেন। সর্বপ্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে কোষ দেখতে পান। তিনি রয়্যাল সোসাইটির ফেলো ছিলেন। ১৬৭৩ সালে তিনি সর্বপ্রথম গ্রেগরিয়ান টেলিস্কোপ তৈরি করেন এবং তিনি মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের গতি পর্যবেক্ষণ করেন। ১৬৬৫ সালে প্রকাশিত তাঁর বই Micrographia-তে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে করা পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। একইভাবে জীবাশ্ম পর্যবেক্ষণ করে বিবর্তন সম্পর্কে সম্মতি প্রদান করেন। আলোকবিদ্যায় তিনি আলোর তরঙ্গ-তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

১৯৩০ ফিরোজা বেগম (১৯৩০-২০১৪) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। প্রথিতযশা নজরুলগীতিশিল্পী। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে তিনি নজরুলগীতির জন্য বিখ্যাত।

২০১০ শ্যামল গুপ্ত (১৯২২-২০১০) প্রয়াত হন। বিংশ শতকের শেষার্ধের আধুনিক বাংলা রোম্যান্টিক গানের কিংবদন্তি গীতিকার সুরকার ও সংগীতশিল্পী। বিশ শতকের পাঁচের দশক থেকে সত্তর দশক অবধি বাংলা গানের জনপ্রিয় গীতিকার হিসেবে যাঁরা খ্যাতির মধ্যগগনে ছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। সে-সময়ের স্বর্ণযুগের আধুনিক বাংলা গান ছাড়াও আকাশবাণীর রম্যগীতি, রাগাশ্রয়ী গান, লঘুসংগীত এবং বাংলা ছায়াছবির অসংখ্য কালজয়ী গান রচনায় তিনি তাঁর উজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

১৯৯৭ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৬-১৯৯৭) এদিন প্রয়াত হন। বাংলা চলচ্চিত্র ও নাট্যজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তিনি তিনশোর বেশি চলচ্চিত্র এবং অসংখ্য নাটকে অভিনয় করেন। বেতারের অনুষ্ঠানেও প্রায়ই অংশগ্রহণ করতেন।

পার্টির কর্মসূচি

কোন্নগর ১২ নং ওয়ার্ড তৃণমূলের উদ্যোগে রবিবার রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, পুরপ্রধান স্বপন দাস-সহ তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকেরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৫৬

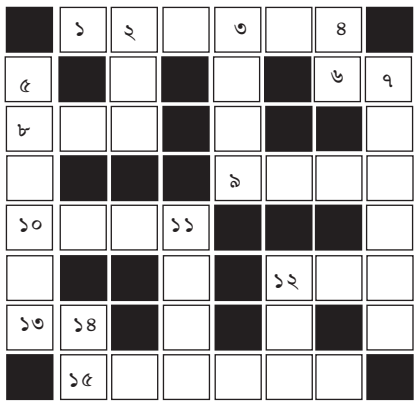

পাশাপাশি : ১. মাইনের বিল ৬. নাশ, ক্ষতি ৮. উজ্জ্বল ৯. সারথি, রথচালক ১০. মিথ্যা বড়াই করা ১২. সম্রাট, নৃপতি ১৩. —আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে ১৫. ডায়েরিলেখক।

উপর-নিচ : ২. গাদ, কাইট ৩. যে ধার করেছে ৪. বলা, উক্তি ৫. রীতিবিরুদ্ধ ৭. পুলিশের এই বিভাগ দুর্নীতিমূলক অপরাধ দমন করে ১১. শঙ্খচূড় ১২. পটু, পারদর্শী ১৪. মঞ্চ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৫৫ : পাশাপাশি : ২. বেমরশুমি ৫. হইচই ৬. মার্জিত ৭. পরিধান ৯. প্রস্থদেশ ১২. সম্মতি ১৩. ফণিভুক ১৪. করাতকল। **উপর-নিচ :** ১. গ্রহকোপ ২. বেইমান ৩. রজতপ্রস্থ ৪. মিষ্টত্ব ৮. ধারাসম্পাত ৯. প্রতিফল ১০. শংকর ১১. চৌম্বক।

নজরকাড়া ইনস্টা

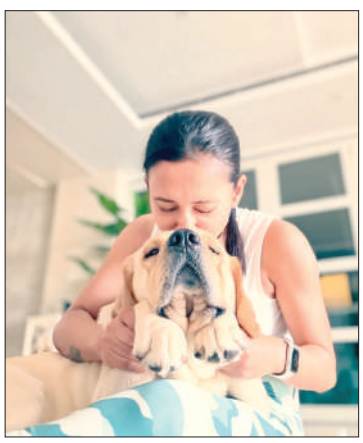

■ মিমি চক্রবর্তী

■ কাজল, সঙ্গে মা ও শাশুড়ি

■ কোয়েল

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

28 July, 2025 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২৮ জুলাই ২০২৫
সোমবার

ভেসেল থেকে মুড়িগঙ্গা নদীতে ঝাঁপ। এখনও নিখোঁজ ব্যক্তি। ভেসেলটি কচুবেড়িয়াতে যাচ্ছিল। জোয়ারের জলের তোড়ে ভেসে যান ওই ব্যক্তি

মোদির হঠাৎ ক্ষুদিরামে প্রেম! জবাবে তীব্র কটাক্ষ তৃণমূলের

প্রতিবেদন : বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে যেভাবে বাংলায় কথা বলার জন্য বাঙালিদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে তাতে এই পদ্ম শিবিরের উপর বিতৃষ্ণা জন্মেছে বিভিন্ন মহলের। এই বিষয়টি মুখে স্বীকার না করলেও ভালমতোই টের পাচ্ছে বিজেপি। তাই এবার নিজেদের পায়ের তলার মাটি ধরে রাখতে বাঙালির আবেগ নিয়ে খেলা শুরু করেছে তারা। প্রথমত, মা কালী-মা দুর্গার নাম করে ভোট চাওয়া থেকে শুরু হয়েছিল। এরপর এখন আবার স্বাধীনতার দিবস যখন দরজায় কড়া নাড়ছে তখন বাংলার বিপ্লবী সংগ্রামী শহিদ ক্ষুদিরাম বসুকে নিয়ে বাঙালির আবেগে সুড়সুড়ি দিতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু তাঁদের এই প্রচেষ্টা যে একেবারেই ছাইয়ে জল ঢালার মতো তা বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছে আপামর জনগণ। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে মোদি ক্ষুদিরাম বসুকে নিয়ে মন্তব্য করেন। কিন্তু এই কথা আদৌ কি তাঁর মনের কথা নাকি টেলিপ্রম্পটারের কথা? কারণ, আজ অবধি প্রধানমন্ত্রী কখনওই নিজে থেকে কোনও ভাষণ দিতে পারেননি। যা আওড়েছেন তা ওই আগে থেকে তৈরি হওয়া স্ক্রিপ্ট দেখে। তাঁর এই হঠাৎ বাংলা প্রীতি দেখে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। দলের মুখপাত্র তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ টিপ্পনি কেটে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কোনও কথাই তাঁর মনের কথা নয়। টেলিপ্রম্পটারে যে স্ক্রিপ্ট লিখে দেয় এটা তাঁর মনের কথা। এখন যেই বাংলার উপর চাপ খেয়ে গেছে, বাংলা ও বাঙালি নিয়ে সন্ত্রাস দেখাতে গিয়ে বাঙালি ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে তখন ক্ষুদিরামের নাম সেখানে ব্যবহার করে বাঁচার উপায় খুঁজছেন। এটা প্রধানমন্ত্রীর মনের কথা একেবারেই নয়।

■ রবিবার যাদবপুরের বিজয়গড়ে 'ভারতমাতা'র পুজোর খুঁটিপুজোর সূচনা করলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন পুজোর প্রধান পৃষ্ঠপোষক তথা বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার ও কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী।

চিড়িয়াখানায় বাড়ল জিরাফ

প্রতিবেদন : মা হল সাবিত্রী। নতুন অতিথি এল আলিপুর চিড়িয়াখানায়। জন্ম নিল একটি ফুটফুটে জিরাফ শাবক। চিড়িয়াখানা থেকে বন্যপ্রাণী গায়েবের দাবি তুলে যখন হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে, তখনই বাড়ল চিড়িয়াখানার জিরাফদের সংখ্যা। এই নিয়ে আলিপুর চিড়িয়াখানায় জিরাফের সংখ্যা বেড়ে হল ১০। আলিপুর চিড়িয়াখানা সূত্রে খবর, গত ২০২২ সালে জন্মগ্রহণ করেছিল স্ত্রী-জিরাফ সাবিত্রী। এবার গত ১৭ জুলাই সেই সাবিত্রীই এক শাবকের জন্ম দিয়েছে। বাবা পুরুষ-জিরাফ 'মঙ্গল'। চিড়িয়াখানার এই নতুন সদস্যকে কিছুদিন পর্যবেক্ষণে রেখে দর্শকদের সামনে আনা হবে বলে জানান চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ।

পাল্টা দিলেন কল্যাণ

■ উত্তরপাড়ার এক অনুষ্ঠানে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদদাতা, হুগলি: প্রধানমন্ত্রীর কথাই তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদি বলেছিলেন, তিনি নাকি বায়োলজিক্যাল সন নয়, স্পিরিচুয়াল সন। এই কথারই পাল্টা জবাব দিয়ে তৃণমূল সাংসদ বলেন, যদি নরেন্দ্র মোদির বায়োলজিক্যাল জন্মই না হয়ে থাকে তাহলে নরেন্দ্র মোদি ইন্ডিয়ান সিটিজেনও নয়। ওনার কথা অনুযায়ী তবে কী করে মোদির নাম ভোটার লিস্টে থাকবে? তাহলে এবার তাঁকে পুশব্যাক করে দেবদেবীদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।

বাজারদর নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকারি হস্তক্ষেপ চাইল আলু ব্যবসায়ীরা

সংবাদদাতা, হুগলি : পাইকারি বাজারে আলুর দাম বাঁচাতে এবং নিজেদের আয় ঠিক রাখতে এবার সরকারি হস্তক্ষেপের দাবি করল মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত হওয়া প্রোগেসিভ আলু ব্যবসায়ী সংগঠন। তাঁদের অভিযোগ, হিমঘর থেকে আলু বেরনো নিয়ে সরকার ও সাধারণ মানুষের কাছে ভুল তথ্য দিচ্ছে আলু ব্যবসায়ী ও হিমঘর ব্যবসায়ী সংগঠনের একাংশ। একইসঙ্গে আলু সংরক্ষণকারীর ফ্রি বন্ডের দাম কমানোর চেষ্টা করছে। এর ফলে ছড়াচ্ছে বিভ্রান্তি। তাই তাঁদের দাবি, আলু চাষি ও পাইকারি বাজার বাঁচাতে সরকার হস্তক্ষেপ করুক।

রাজ্যে এবারে আলু ফলন মোটামুটি ভালই। ঊর্ধ্বমুখী বলা যায়। তাই জোগানের থেকে চাহিদা কম। সেই কারণে পাইকারি বাজারে আলুর দাম ভাল পাওয়া যাচ্ছে না। হিমঘর থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলু না বেরনোর কারণে আলুতে ক্ষতির আশঙ্কা থাকছে। ফলস্বরূপ সামনের বছর আলু চাষে কৃষকরা উৎসাহ হারাবে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। আর এই আশঙ্কা যদি সত্যি হয় তাহলে আগামী আলুর খুচরো বাজারে চড়া দামে বিক্রি হবে। হিমঘর অ্যাসোসিয়েশন সংগঠনের নেতা শুভজিৎ সাহা বলেন, গতবার কৃষক ও পাইকারি আলু ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হয়। কিন্তু ফড়েরা খুচরো বাজারে জ্যোতি আলুর থেকে মুনাফা লুটে নেয়। তাই আমরা আলুতে সরকার ঘোষিত অনুযায়ী পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছি। মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, এবারে রাজ্যের ৫১৯টি হিমঘরে ৭০.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন আলু সংরক্ষিত হয়েছে। তার মধ্যে এখন পর্যন্ত ৩০ শতাংশ আলু বেরিয়ে গিয়েছে। অসাধু আলু ব্যবসায়ী ও হিমঘর মালিকদের একাংশ আলু বেরোচ্ছে না বলে সরকার ও সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। কিন্তু তাদের এই অপচেষ্টা সফল হবে না।

কোটি টাকার প্রতারণায় ধৃত এক জালিয়াত

প্রতিবেদন : হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করে ওয়ার্ক ফ্রম হোমের টোপ। তারপর ভুয়ো অ্যাপও ডাউনলোড করিয়ে ফরেক্স ট্রেডিংয়ের নামে কোটি টাকার প্রতারণা। খাস কলকাতায় বসে দুর্গাপুরের বাসিন্দার থেকে দফায় দফায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ। গত ১৭ জুন বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় সেই অভিযোগ জানান প্রতারিত ব্রিজেশ ঘোষ। পুলিশ সূত্রে খবর, ট্রেডিংয়ে টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে বিপুল লাভের লোভ দেখিয়ে সাইবার প্রতারণা। বিদেশি কোম্পানিতে বিনিয়োগের নামে ১ কোটি ৭১ লক্ষ ৬২ হাজার ৫৬৯ টাকা জালিয়াতি। তদন্তে নেমে ইকবালপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বিহারের বাসিন্দা এস কে মোহাম্মদকে।

■ কালীপুজোর খুঁটিপুজো বারাসতের আমরা সবাই ক্লাবের। রয়েছেন সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। রবিবার সকালে।

■ ৭৫ পল্লির শারদোৎসবের খুঁটিপুজো। রয়েছেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যরা। রবিবার।

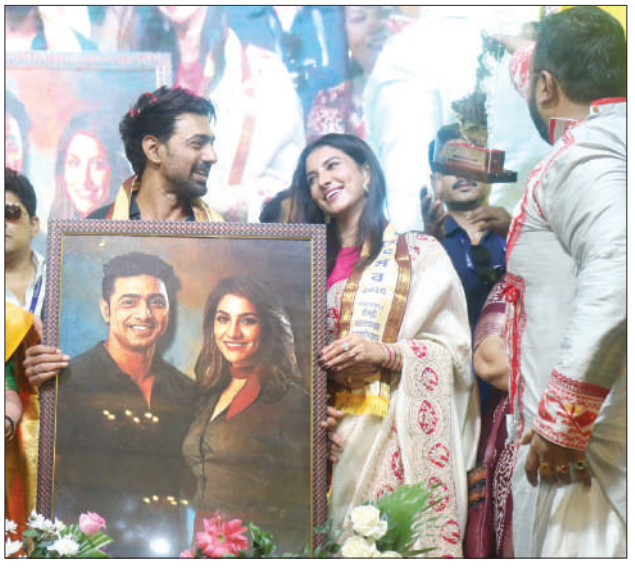

■ লেকটাউনের শ্রীপল্লি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের দুর্গাপুজোর সূচনায় অভিনেতা-সাংসদ দেব, অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্র, শীর্ষেন্দু হাজরা-সহ বিশিষ্টরা। রবিবার।

■ ভিন রাজ্যে বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ। রয়েছেন মালা রায়, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, দেবাশিস কুমার, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য প্রমুখ।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
28 July, 2025 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দুর্নীতিবাজ বিজেপি

বাংলাকে নকল করে মহারাষ্ট্র করেছিল লড়কি বহিন যোজনা। সেই যোজনাতেই মুখ পুড়ল মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকারের। নতুন কেলেঙ্কারি। মহিলাদের জন্য এই প্রকল্পে টাকা পাচ্ছেন পুরুষরা। এক-আধজন নন, সংখ্যাটা ১৪ হাজারেরও বেশি। ভাবা যায় না! বছর দেড়েক আগে মহারাষ্ট্রে সরকারে এসেছিল বিজেপি ও তার জোটসঙ্গীরা। তারপর থেকে একের পর এক নাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা। কখনও কৃষক খুন, কখনও অনাহারে মৃত্যু, কখনও বাংলাভাষী বলে কুপিয়ে খুন করা। এবার মুখ পুড়ল বাংলাকে নকল করে তৈরি করা মহারাষ্ট্রের প্রকল্পে। কারচুপিতে ধরা পড়েছে ১৪,২৯৮ জন পুরুষ। আর মহিলাদের জন্য বরাদ্দ টাকা পুরুষরা নিয়ে চলে গিয়েছে। যার অঙ্কটা ২১ কোটি ৪৪ লক্ষ। বাংলায় সামান্য একটি ভুল হলে টিম পাঠিয়ে দেওয়া হয়। একটার পর একটা কমিশন, যেগুলো আসলে বিজেপিরই টিম। কিন্তু মহারাষ্ট্র হলে কিছুই হয় না। বিজেপির শাসনাধীন রাজ্যগুলোর আসল চেহারা। দুর্নীতিতে ডুবে রয়েছে। মহিলাদের উপর অত্যাচার বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। সরকারি প্রকল্পে অসংখ্য দুর্নীতির অভিযোগ। কিন্তু বিজেপি রাজ্যে কোথাও কারও কিছু হয় না। মোদি-শাহর জমানায় দুর্নীতি এবং অত্যাচারে দেশের নাম ডোবাতে আরম্ভ করেছে। সম্প্রতি বাংলাভাষীদের বিরুদ্ধে যে হিংসা এবং বিদ্বেষের কাজ শুরু করেছে তা আসলে ভারতীয় জনতা পার্টির শেষের শুরু। মহারাষ্ট্রের এত বড় দুর্নীতির পরেও যদি কারও শাস্তি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে— না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা'র প্রবক্তারাই আসলে দেশের মধ্যে একমাত্র খানেওয়ালা পার্টি।

e-mail থেকে চিঠি

আসুন! বৃষ্টির শব্দ শুনি

যে গতিবেগে প্রযুক্তি এগোচ্ছে, তাতে প্রকৃতিকে হাতের মুঠোয় নেওয়া আর এমন কী কঠিন ব্যাপার! আর তাই গান শোনার যে নানাবিধ ডিজিটাল মাধ্যম রয়েছে, তার সাহায্যেই বৃষ্টিকে নিজের কব্জায় আনতে পারেন। নিজের পছন্দমতো সময়ে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইচ্ছে, যেমন তীব্রতা প্রয়োজন, তেমনই বৃষ্টি নামাতে পারবেন। না, তার জন্য তানসেন হওয়ার প্রয়োজন নেই, একটি স্মার্টফোনই যথেষ্ট। মিউজ়িক থেরাপির রমরমার যুগে, সাউন্ড থেরাপিও বেশ জনপ্রিয় হচ্ছে। আর বৃষ্টির শব্দ চালিয়ে মন শান্ত করার চল দেখা যাচ্ছে নতুন যুগে। কেন জানেন? ইউটিউব হোক বা স্পটিফাই, মনে প্রশান্তি আনার জন্য বা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কমানোর জন্য কিংবা ঘুম পাড়ানোর জন্য বৃষ্টির একঘেয়ে, একটানা আওয়াজই নাকি ওষুধসম। তালিকায় পাওয়া যায় অগুন্তি অডিও ক্লিপ। কোথাও ঝিরঝিরে বৃষ্টি, কোথাও ঝমঝমিয়ে, কোথাও বা থেমে থেমে জলের ধারা, কোথাও বা একটানা। সঙ্গে আবার সঙ্গত করতে কোনওটিতে কড়কড়িয়ে বাজ পড়ছে, কোথাও বা মেঘ কেবল গুড়গুড় করেই ক্ষান্ত দিচ্ছে। বৃষ্টির পসরা যেন। যেমনটা পছন্দ, তেমনটাই কিনে নেওয়া যাবে। কারণ, স্ট্রেস হরমোন অর্থাৎ কর্টিসল কমাতে পারে একটানা বৃষ্টির শব্দ। ফলে মন শান্ত হয়। উদ্বেগের সমস্যা কমায়। উৎকণ্ঠার সময়ে হৃদ্‌স্পন্দন বেড়ে যায়। বুকে চাপ চাপ লাগে। তখন এমন শব্দ কানে একটানা বাজতে থাকলে পালস রেট স্বাভাবিক হয়। এমনকী আইসিইউ বা ভেন্টিলেশনে থাকা রোগীর উৎকণ্ঠা কমাতেও তা সাহায্য করে। ঘুমের সময়ে বৃষ্টির আওয়াজ শুনলে গভীর হয় ঘুম। ফলে মস্তিষ্ক বেশি সক্রিয় থাকে। অবসাদের সময়ে মনকে আরামও দিতে পারে। বিরক্তি কমিয়ে ঠান্ডা করতে পারে শরীর ও মনকে। ২০১৮ সালে 'পাবমেড'-এ প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র পড়লে দেখা যাবে, নীরবতার তুলনায় সঙ্গীত এবং বৃষ্টির শব্দ মানুষের মনে আশ্চর্য পরিস্থিতি তৈরি করছে। সুতরাং, ওষুধ খেয়ে উদ্বেগ কমানো বা বিভিন্ন হিলিং প্রোগ্রামের পিছনে টাকা খরচ করার মানেই হয় না! কেবল হেডফোন ইয়ারফোন থাকলেই মনের নির্দিষ্ট কয়েকটি অসুখকে চিরতরে বিদায় জানানো যাবে।

— **প্রদীপ্ত অধিকারী, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

লজ্জাও করে না এদের!

ডবল ইঞ্জিন সরকার মানেই স্বর্গরাজ্যের অনুভূতি। আবার ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে সেই প্রতিশ্রুতি। বিগত দশ বছরে বিজেপি সরকারের দেওয়া একটার পর একটা প্রতিশ্রুতি রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে দেখে পেশাদার সাংবিধানিক পদাধিকারীদের একটা বিরাট অংশ অপমানে, অবহেলায় নীরবে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন। এই তালিকায় সাম্প্রতিক সংযোজন প্রাক্তন এক পদ্মপাল। লিখছেন **সাগ্নিক গঙ্গোপাধ্যায়**

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে টুকলি করে মহারাষ্ট্রে চালু করেছিল সেখানকার ডবল ইঞ্জিন সরকার। কিন্তু যেখানে ভারতীয় জঞ্জাল পার্টি, সেখানেই দুর্নীতি। মহারাষ্ট্র তার ব্যতিক্রম হয় কী করে?

আসলে মহারাষ্ট্র বিধানসভার ভোটের আগে বাংলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ধাঁচেই 'লড়কি বহিন' প্রকল্প চালু করেছিল মহাযুতি জোট। কার্যত ওই প্রকল্পে ভর দিয়েই দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেছে তারা।

রাজ্যের অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মহিলাদের জন্য গত বছর মহারাষ্ট্র সরকার শুরু করেছিল এই 'লড়কি বহিন' প্রকল্প। এ বার জানা গেল, এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় প্রতারণামূলক ভাবে আর্থিক সুবিধা পেয়েছেন ১৪,০০০-এরও বেশি পুরুষ!

শিন্দের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার মুখ পুড়েছে। এটাই ডবল ইঞ্জিন সরকারের প্রকৃত চেহারা। টিভিতে সান্ধ্য বৈঠকে এই নিয়ে কোনও আসর বসেনি।

সব চুপচাপ। বিজেপি সরকার চলছে যে! এসব নিয়ে কোনও কথা নয়।

গত বছর বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে পশ্চিমবঙ্গের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের ধাঁচে মহারাষ্ট্রেও অনুরূপ মহিলা-ভাতা প্রকল্প চালু করেছিল শিন্দের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার। প্রকল্পের আওতায় ২১-৬৫ বছর বয়সি যেসব মহিলার পরিবারের বার্ষিক আয় আড়াই লক্ষ টাকার কম, তাঁদের মাসে ১,৫০০ টাকা করে দেওয়া শুরু হয়। কিন্তু সম্প্রতি নারী ও শিশু উন্নয়ন বিভাগের একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, গত ১০ মাসে নারীদের পাশাপাশি এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন ১৪,২৯৮ জন পুরুষ! এঁরা সকলেই অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের সময় কারচুপি করে নিজেদের মহিলা হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। ফলে সব মিলিয়ে এই অতিরিক্ত ১৪,২৯৮ জনকে টাকা দিতে এখনও পর্যন্ত মহারাষ্ট্র সরকারের পকেট থেকে খসেছে ২১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা!

বহু মহিলা প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও আবেদন করেছেন। প্রকল্পে স্পষ্ট বলা হয়েছিল, প্রতিটি পরিবারে সর্বাধিক দু'জন মহিলা এই সুবিধা নিতে পারবেন। কিন্তু ৭.৯৭ লক্ষেরও বেশি মহিলা একই পরিবারের তৃতীয় সদস্য হিসাবে নাম নথিভুক্ত করেছেন। শুধুমাত্র এই কারণেই সরকারি কোষাগারের ১,১৯৬ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে! এ ছাড়া, প্রকল্পের সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা, অর্থাৎ ৬৫ বছরের বেশি বয়সি ২.৮৭ লক্ষ মহিলা এই প্রকল্পের সুবিধা নিচ্ছেন। এর ফলে ক্ষতি হয়েছে ৪৩১.৭০ কোটি টাকা। এমনকী, চার চাকার গাড়ি রয়েছে, এমন পরিবারেরও ১.৬২ লক্ষ মহিলা এই প্রকল্পে নাম লিখিয়েছেন! ফলে সব মিলিয়ে প্রকল্পের প্রথম বছরেই আনুমানিক ১,৬৪০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে মহারাষ্ট্র সরকারের।

এঁরা কী ভাবে প্রকল্পে আবেদন করেছিলেন? কে তাঁদের সাহায্য করেছিল? এর নেপথ্যে আরও বড় ষড়যন্ত্র রয়েছে।

মহারাষ্ট্রের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী অদিতি তটকরে জানিয়েছেন,এখনও মোট ২৬.৩৪ লক্ষ সুবিধাভোগী অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন!

এরা কোন মুখে দুর্নীতির ধুয়ো তুলে বাংলায় মনরেগা আর আবাসের টাকা আটকায়! নির্লজ্জ বেহায়ার দল!

এই অসভ্য জঞ্জাল পার্টি সংবিধানের রীতিনীতি শিকেয় তুলে একের পর এক পদক্ষেপ নিয়েছে। বিগত দশ বছরে বিজেপি সরকারের দেওয়া একটার পর একটা প্রতিশ্রুতি রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে দেখে পেশাদার সাংবিধানিক পদাধিকারীদের একটা বিরাট অংশ অপমানে, অবহেলায় নীরবে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন। এই তালিকায়

যেমন আছেন নোটবন্দির সময় সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর উর্জিত প্যাটেল, তেমনি আছেন তৎকালীন দুই নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাসা ও অরুণ গোয়েল। দু'জনই স্বয়ংশাসিত নির্বাচন কমিশনকে বিজেপির শাখা অফিসে পরিণত করার বিরোধিতা করেই বিদায় নেন। আজ এ-কথা বলতে দ্বিধা নেই, অশোক লাভাসা ও গোয়েলজি কমিশনের মাথায় থাকলে বিহার ও বাংলার ভোটের আগে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন কিছুতেই করতে দিতেন না। বড় সংঘাতের জায়গা তৈরি হত।

নিঃসন্দেহে এই তালিকার সর্বশেষ চমকপ্রদ সংযোজন, একদা বিজেপি ও সঙ্ঘের অতি-ঘনিষ্ঠ উপ রাষ্ট্রপতির অতিনাটকীয় বিদায়! এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল গেরুয়া আহ্লাদ ও আদর কতটা ক্ষণস্থায়ী হতে পারে! পান থেকে চুন খসলেই গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে কেউ দু'বার ভাববে না। যাঁরা রাজ্যে রাজ্যে গেরুয়া দলের মুখিয়া সেজে লম্ফঝম্প করেন, লোককে শাসান, উপড়ে ফেলার হুমকি দেন, এই ঘটনা তাঁদের কাছে যেমন শিক্ষার, তেমনি গড় ভোটারের কাছেও আত্মোপলব্ধির! কথায় কথায় এই দলই গণতন্ত্রের কথা বলে, হিন্দু 'সোচ' নিয়ে নানা উপদেশ দেয় এবং তা সাধারণকে বিশ্বাস করাতে চেষ্টার ত্রুটি রাখে না। কিন্তু নেপথ্যে ধ্রুবপদ একটাই, যতদিন তুমি তালে তাল ঠুকে অনুগত থাকবে, ততদিনই নিঃশ্বাস নিতে পারবে। সামান্য ভুলচুক হলেই সারাজীবনের বিশ্বাস মিলিয়ে যেতে কয়েক সেকেন্ডও লাগবে না। ব্যাস খেল খতম! আসলে 'রাজার চেয়ে বড় রাজভক্ত হতে নেই', অনুগত সাজতে রাজার কথায় কারও বিরুদ্ধে চক্রান্তেও যুক্ত হতে নেই। কথাটার মর্মার্থ নিশ্চয়ই আজ হাড়ে হাড়ে বুঝছেন সদ্য প্রাক্তন উপ রাষ্ট্রপতি। যিনি রাজ্যপাল থাকাকালীন বাংলার রাজভবনকে বঙ্গ বিজেপির শাখা অফিস বানিয়েছিলেন, তাঁর বোঝা উচিত নিকৃষ্ট পলিটিক্যাল অপারেটরদের শেষে এমন পরিণতিই হয়। সম্ভবত ১৯৫০ থেকে ২০২৫, ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থা ও সংবিধানের পথচলার গৌরবময় অধ্যায়ে উপ রাষ্ট্রপতি পদের এমন অবমাননা আর হয়নি। মূলত একশো দিনের কাজ, গ্রামীণ আবাস যোজনার মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ করা নিয়ে গত সাড়ে তিন বছর ধরে কেন্দ্র-রাজ্যের বিরোধ তুঙ্গে উঠেছে। দুর্নীতির দোহাই দিয়ে গত ২০২২-২৩ অর্থবর্ষ থেকে ১০০ দিনের কাজ এবং তার পরের বছর থেকে গ্রামীণ আবাস যোজনায় বাংলাকে কানাকড়িও দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। যে দুর্নীতি বা ভুয়ো জব কার্ড তৈরি করে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তুলেছে কেন্দ্র, তাতে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে কয়েক যোজন এগিয়ে রয়েছে বিজেপি-শাসিত উত্তরপ্রদেশ। যেমন, গত অর্থবর্ষে উত্তরপ্রদেশে ভুয়ো জব কার্ড পাওয়া গিয়েছে সাড়ে ৩ হাজার। আর পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ২টি! তবু বাংলা টাকা পাচ্ছে না, উত্তরপ্রদেশে টাকা দেওয়া একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি।

অথচ মহারাষ্ট্রে? কী চলছে সেখানে?

লজ্জাও করে না দু'কানকাটাদের।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

28 July, 2025 • Monday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৫
২৮ জুলাই ২০২৫
সোমবার

রবিবার সন্ধ্যায় বীরভূমে পৌঁছে অভিনন্দনে ভাসলেন মুখ্যমন্ত্রী

হাসপাতালে আহতেদের দেখতে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান।

অত্যাচারী বিএসএফ, গ্রামে ঢুকে এলোপাথাড়ি মারধোর

প্রতিবেদন : অত্যাচারী বিএসএফ। কোনওরকম তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই গ্রামে ঢুকে গ্রামবাসীদের ব্যাপক মারধোর করল সীমান্তরক্ষা বাহিনী। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের দু'নম্বর ব্লকের মিঠিপুর গ্রামে এই ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে। বিএসএফের মারে আহত গ্রামবাসীদের জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্তত ১৫-১৬ জন গুরুতর আহত। তাদের দেখতে হাসপাতালে যান বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান। তাঁর স্পষ্ট কথা, অকারণ অত্যাচার মানবে না গ্রামবাসী। পাল্টা প্রতিরোধ হলে বিএসএফ বেকায়দায় পড়বে।

ঘটনা কী? রবিবার রাতে হঠাৎই মিঠিপুরের হালদার পাড়ায় জনা চারেক বিএসএফ জওয়ান ঢুকে পড়ে। তখন সেখানে সন্ধ্যাবেলায় মোড়ে দাঁড়িয়ে এলাকাবাসীরা গল্প করছিলেন। কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়েই এলোপাথাড়ি লাঠি চলতে থাকে গ্রামবাসীদের উপর। তাদের নাকি অভিযোগ, গরু পাচার হয়েছে। জড়িত গ্রামবাসীরাই। কোনও প্রমাণ ছাড়াই গ্রামবাসীদের সন্দেহ করে বিএসএফ আক্রমণ করতে শুরু করে। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে এভাবে গ্রামবাসীদের মারধোর করার অধিকার কে দিয়েছেন? তার জবাব নেই। ঘটনা জানার পরই হাসপাতালে চলে আসেন আখরুজ্জামান। আহতদের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, গরু পাচারকারীদের ছেড়ে দিয়ে নিরীহ গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে মারধোর করেছে বিএসএফ। আসল লক্ষ্য বাংলার বুকে অস্থিরতা তৈরি করা। মানুষ এই অত্যাচার সহ্য করবে না। তাঁরাই প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন।

কুলতলিতে মহাসমারোহে পালিত বিশ্ব বাদাবন দিবস

বিশ্ব বাদাবন দিবসে ম্যানগ্রোভ চারা রোপণ ও সচেতনতায় স্কুল পড়ুয়ারা।

প্রতিবেদন : বিশ্বের সর্ববৃহৎ বাদাবন সুন্দরবন ও সেখানকার জীবকুলের সুরক্ষা সচেতনতায় বন বিভাগ। ইউনেস্কো কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ দিবস উপলক্ষে কুলতলি ব্লকে শনিবার দিনটি পালন করল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সমগ্র শিক্ষা মিশন ও বন দফতর। এ বছরের থিম 'ভবিষ্যতের জন্য আর্দ্রভূমি রক্ষা করুন', যা ম্যানগ্রোভ বনকে পরিবেশ রক্ষায় একটি প্রাকৃতিক সমাধান হিসেবে তুলে ধরে।

এদিন কুলতলির অম্বিকানগর হরিপ্রিয়া উচ্চবিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ম্যানগ্রোভ চারা রোপণ এবং পরে বন বিভাগ ও স্কুল শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের উদ্যোগে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ম্যানগ্রোভের গুরুত্ব এবং তার সুরক্ষার উপায় নিয়েও করা হয় আলোচনা। এছাড়া উপকূলীয় এলাকা রক্ষায় 'মানগ্রোভ বাঁচাও, প্রকৃতি বাঁচাও, ভবিষ্যৎ তৈরি করো'— স্লোগানে করা হয় সচেতনতা বৃদ্ধি।

উপস্থিত ছিলেন বন দফতরের পার্থ মুখোপাধ্যায়, রায়দিঘি রেঞ্জার শুভায়ু সাহা, পঞ্চায়েত সমিতির বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ সাহাদাত শেখ, মৈপিঠ কোস্টাল থানার ওসি শান্তনু বিশ্বাস প্রমুখ। সচেতনতায় প্রশাসনিক কর্তারা বলেন, ম্যানগ্রোভ শুধুমাত্র উপকূলীয় এলাকা রক্ষা করে না, এটি কার্বন শোষণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করার কাজও করে। তাই, এটি সত্যিই একটি প্রাকৃতিক সমাধান যা আমাদের ভবিষ্যৎ রক্ষায় সাহায্য করতে পারে।

পোলবার মেঘসার সমবায়ে বিনা লড়াইয়ে জয়ী তৃণমূল

সংবাদদাতা, হুগলি : পোলবার মেঘসার সমবায় নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতল তৃণমূল। ঢাক বাজিয়ে সবুজ আবির মেখে জয়োল্লাসে মেতে উঠলেন কর্মীরা। পোলবার মেঘসার সমবায় নির্বাচন ছিল আজ। বোর্ড গঠনে ন'টি আসনের জন্য নির্বাচনে তৃণমূল সমর্থিতরা ছাড়া অন্য কোনও দল মনোনয়নই জমা দেয়নি। তাই নিয়ম অনুযায়ী বিরোধী না থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয় তৃণমূল। তৃণমূল নেতা দেবব্রত দাস বলেন, মহানাদ গ্রামপঞ্চায়েতে তৃণমূল যেভাবে কাজ করেছে, তাতে এলাকার মানুষ খুশি। বিরোধীরা প্রার্থীই দিতে পারেনি। বিজেপি মানুষের সঙ্গে থাকে না। ফেসবুকে থাকলে দল হয় না। দল করতে গেলে মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থাকতে হয়। এটা তৃণমূল সারা বছর থাকে।

নির্বাচনে জয়ের পর শংসাপত্র হাতে তৃণমূল প্রার্থীরা।

আজ থেকেই বাড়বে বৃষ্টি

প্রতিবেদন : আজই তৈরি হচ্ছে নতুন সিস্টেম। ফলে নতুন সপ্তাহ থেকে ফের বাড়বে বৃষ্টি। পুরনো নিম্নচাপের প্রভাব খানিকটা কমতে সপ্তাহশেষে বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমেছিল। রবিবার সকাল থেকে রোদের দেখাও মিলেছে। কিন্তু আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নতুন করে সিস্টেম তৈরি হয়েছে উত্তর বঙ্গোপসাগরে। তার প্রভাবেই আজ থেকে আবার বৃষ্টি বাড়বে বাংলায়। সেই কারণে আগামী বুধবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে। এদিকে লাগাতার বৃষ্টি হওয়ায় দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে রয়েছে। তবু জলীয় বাষ্প থাকার কারণে অস্বস্তি ছিল। বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি কমার ইঙ্গিত দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আর উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির মাত্রা অনেকটাই বাড়বে। উপরের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ির দু-এক জায়গায় দু-এক পশলা ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

লেক গার্ডেন্স নেতাজি টাইগার স্পোর্টিং ক্লাবের রক্তদান উৎসবে রেল দুর্ঘটনায় অঙ্গহীন যুবককে কৃত্রিম পা তুলে দিলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এছাড়াও বিশেষভাবে সক্ষম দু'জনকে হুইল চেয়ার ও গাড়ি এবং রংকলে শিবমন্দির নির্মাণে ১ লাখ টাকা তুলে দেন মন্ত্রী। ছিলেন মেয়র পারিষদ সন্দীপরঞ্জন বক্সি, সভাপতি কাউন্সিলর মৌসুমী দাস, সন্দীপ নন্দী মজুমদার, যুবনেত্রী প্রিয়দর্শিনী হাকিম, কুমার সাহা এবং কমিটির চেয়ারম্যান কৃষ্ণকুমার দাস প্রমুখ।

ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে চুঁচুড়ায় তৃণমূলের মিছিল। মিছিলে বাড়তি আকর্ষণ ছিল চেন দিয়ে হাত বাঁধা পরিযায়ী শ্রমিক, ধুতি-পাঞ্জাবিতে বাঙালি। ট্যাবলোয় ছিলেন নোবেল পাওয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমর্ত্য সেন-সহ মনীষীরাও।

রাজ্য
28 July, 2025 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাদুড়িয়ায় প্রতিবাদ ও নানুর দিবস পালন। উপস্থিত বিধায়ক কাজি আবদুর রহিম

ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ ও নানুর দিবস পালন

■ খড়দহে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিল।

■ ৯০ নং ওয়ার্ডে মিছিল। নেতৃত্বে মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়।

■ বিধাননগরে নিজের ওয়ার্ডে মিছিলের নেতৃত্বে মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী।

■ উত্তর কলকাতায় মিছিলে বিধায়ক সুপ্তি পাণ্ডে ও যুবনেতা শান্তি কুণ্ডু।

■ বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বসিরহাটে মিছিল।

■ ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির নেতৃত্বে শিবপুরে সভা।

■ ৭৩ নং ওয়ার্ডে কাউন্সিলর অসীম বসুর নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিল ও সভা।

■ আমতায় নানুর দিবস পালন। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুকান্ত পাল।

■ ৪৯ নং ওয়ার্ডে কাউন্সিলর মোনালিসা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিবাদ।

■ জয়নগরে প্রতিবাদ মিছিলে বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস।

■ গঙ্গাসাগরে হরিণবাড়ি বাজারে মিছিল। নেতৃত্বে মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা।

■ সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিবাদ মিছিল।

■ রায়দিঘিতে মিছিল ও নানুর দিবস পালনে বিধায়ক অলোক জলদাতা।

■ উলুবেড়িয়া উত্তরে বিধায়ক নির্মল মাজির নেতৃত্বে মিছিল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পূর্বাভাস মিলিয়ে পাহাড়ে শুরু হয়েছে ভারী বৃষ্টি। রবিবার ঝোড়ো হাওয়া আর ব্যাপক বৃষ্টির কারণে কালিম্পঙে পড়ে যায় বহু পুরনো একটি গাছ। প্রশাসনের তৎপরতায় গাছ কেটে রাস্তা পরিষ্কার করা হয়

আমার বাংলা
28 July, 2025 • Monday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

অসম গেটে ধিক্কার সভায় গর্জে উঠল তৃণমূল

গায়ের জোরে নোটিশ, বিজেপিকে কড়া জবাব দিলেন উত্তম, নিশিকান্ত

সংবাদদাতা, কোচবিহার : অসম সরকারের নোটিশে ভয় পাই না। পাশে আছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভাষা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নেত্রীর ডাকা প্রতিবাদে শামিল হয়ে জবাব দেব বিজেপিকে। এনআরসি নোটিশ পেয়ে জোর গলায় এমনটাই বলেছিলেন দিনহাটার উত্তম ব্রজবাসী, মাথাভাঙার নিশিকান্ত দাস, ফালাকাটার অঞ্জলি শীলরা। রবিবার অসম-বাংলা সীমানার জোড়াই মোড়ে অবস্থান মঞ্চে প্রতিবাদের ঝড় তুললেন উত্তমকুমার ব্রজবাসী, নিশিকান্ত দাস। কোচবিহারের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, বিজেপির পায়ের তলার মাটি নেই সেটা তারা বুঝে গেছে। তাই এনআরসির নোটিশ দিয়ে অসমের বিজেপি সরকার এ-রাজ্যের বাসিন্দাদের ভয় দেখাতে চাইছে। কিন্তু সকলের মাথার ওপরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত আছে। অসম সরকারকে জবাব দিতে এদিন বাংলা থেকে অসমে ঢোকার মুখে অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, যেখানে মঞ্চ বেঁধে তৃণমূল প্রতিবাদ সভা করেছে তার ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে ছিল অসম সীমানার স্বাগত গেট। এদিনের সভায় উপস্থিত হয়ে অসম সরকারের এনআরসি নোটিশ পাওয়া উত্তমকুমার ব্রজবাসী ও নিশিকান্ত দাস বলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরে ভরসা আছে। তাই আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ সভায় এসেছি। অসম সরকারের এই হয়রানির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি আমরা। এদিনের অবস্থান বিক্ষোভে ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পার্থপ্রতিম রায়, পরেশচন্দ্র অধিকারী, বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন সহ দলের সকলে।

■ অবস্থান মঞ্চে উত্তমকুমার ব্রজবাসী, নিশিকান্ত দাস। পিপাসা পেয়েছে শুনেই তাঁদের নিজের হাতে জলের বোতল দিলেন অভিজিৎ দে ভৌমিক।

প্রতিবাদে উত্তাল উত্তর

■ ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেনের নেতৃত্বে মিছিল। আছেন কার্তিক দাস, পূজা দাস, মোজাফ্ফর হোসেন, রিনা সরকার, মজিবুর রহমান, সুন্দর কিস্কু প্রমুখ।

■ বৃষ্টি উপেক্ষা করে ডুয়ার্সে শামিল তৃমমূল কংগ্রেস কর্মীরা। মিছিলে যোগদান করেন বহু সাধারণ মানুষও।

■ রাজগঞ্জে বাইক মিছিল। মিছিলের নেতৃত্ব দেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়। ছিলেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা।

■ জলপাইগুড়ির মেটালি, চালসা, মালবাজার, ময়নাগুড়ি, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি শহর ও ধূপগুড়ি-সহ বিভিন্ন ব্লকে একযোগে মিছিল হয়। ছিলেন পাপিয়া পাল, সৈকত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

■ মালদহের ইংরেজবাজার, রথবাড়ি মোড়ে মিছিল হয়। নেতৃত্ব দেন আবদুর রহিম বক্সি। ছিলেন চৈতালি ঘোষ সরকার, প্রসেনজিৎ দাস, প্রতিভা সিং, সাবিত্রী মিত্র, শুভদীপ সান্যাল প্রমুখ।

শ্রমিকদের মুক্তি চেয়ে হরিয়ানা পুলিশকে ফোন মন্ত্রী তাজমুলের

সংবাদদাতা, মালদহ: হরিয়ানায় হেনস্থার শিকার সাতজন পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার। রবিবার হরিশ্চন্দ্রপুরের রাঙ্গায়পুরে শ্রমিকদের বাড়িতে পৌঁছন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন। শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে পেরে মন্ত্রী নিজেই হরিয়ানা পুলিশের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন। পরিবারগুলিকে আশ্বাস দিয়ে তাজমুল হোসেন জানান, রাজ্য সরকার এই ঘটনায় গভীর উদ্বিগ্ন। রাজ্যের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ স্তরে আলোচনা চলছে এবং খুব শীঘ্রই সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিককে নিঃশর্তভাবে মুক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাজমুল হোসেন আরও জানান, বাংলার শ্রমিকদের যেভাবে অন্য রাজ্যে আটক করে হেনস্থা করা হচ্ছে, তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এই ঘটনার প্রতি নজর রাখছেন। প্রয়োজনে উচ্চপর্যায়ে কথা বলে আমরা আমাদের শ্রমিকদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনব। তাজমুল হোসেনের এই পদক্ষেপে পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এসেছে।

■ শ্রমিক পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলছেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন।

ভাঙন পরিদর্শনে গিয়ে বিপাকে বিজেপি সাংসদ

সংবাদদাতা, মালদহ: গঙ্গা ভাঙন পরিদর্শনে গিয়ে বাসিন্দাদের ক্ষোভের মুখে পড়লেন বিজেপি সাংসদ। মালদহের মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম রতনপুর ভাষারামটোলা, বানীকান্তটোলা টিকলিচর, বিলাইমারির খাস মহল এলাকায় ব্যাপক ভাঙন শুরু হয়েছে। কিন্তু দেখা নেই বিজেপি সাংসদের।

রবিবার রতুয়ার মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বানীকান্তটোলায় ভাঙন এলাকা পরিদর্শনে যান বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। তাঁকে দেখেই ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন এলাকার মানুষজন। তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বানীকান্তটোলার বাসিন্দারা। অভিযোগ, এত ভাঙন হওয়া সত্ত্বেও বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর দেখা পাওয়া যায় না। এদিন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু তাঁর নির্বাচিত এলাকার জনগণের প্রবল ক্ষোভ ও হতাশার মুখে পড়েছেন। সংকটের সময়ে তাঁদের পরিত্যাগ করায়, বাসিন্দারা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, লোক দেখানো পরিদর্শন এবং ফাঁকা সহানুভূতি আর চাই না। বিক্ষুব্ধ বাসিন্দারা বলেন, বিজেপি সাংসদকে দুঃসময়ে পাশে পাই না। পাশে থাকে একমাত্র তৃণমূল।

কাজের টোপ দিয়ে পাচারের ছক, পাকড়াও ৩

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: ফের কাজের টোপ দিয়ে নারী পাচারের চেষ্টা। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে রুখল পুলিশ। উদ্ধার করা হয় ৩৪ জন তরুণীকে। গ্রেফতার এক মহিলা-সহ তিনজন। রবিবার শিলিগুড়ি জংশন বাসস্ট্যান্ডের কাছে কাজের নাম করে বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময় ৩৪ জন তরুণীকে উদ্ধার করল প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। এই ঘটনায় এক ব্যক্তি-সহ দুই মহিলাকে সন্দেহের ভিত্তিতে আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আটক তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। একইসঙ্গে, উদ্ধার হওয়া তরুণীদের থেকেও তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই তরুণীদের পাচার করা হচ্ছিল। তবে তার আগেই তাঁদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। পুলিশ ৩৪ জন তরুণীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। ওই তরুণীদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা নিয়েও তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। তবে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল রাঁচি, সেখান থেকে তামিলনাড়ু। এই ঘটনার বিষয়ে ডেপুটি কমিশনার শিলিগুড়ি বিশ্বচাঁদ ঠাকুর জানিয়েছেন, ৩৪ জন তরুণীকে উদ্ধার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগেই এনজেপি স্টেশন থেকে ৫৬ জন তরুণীকে উদ্ধার করে জিআরপি। তারপর ফের একই ঘটনা। ভিনরাজ্যের যোগ রয়েছে, এই সন্দেহে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

■ এই বাস থেকেই উদ্ধার করা হয় তরুণীদের।

আমার বাংলা
28 July, 2025 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জেলায় জেলায় নানুরের শহিদদের স্মরণে মিছিল ও সমাবেশে মানুষের ঢল

■ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালে নানুর দিবসে শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে মিছিল তৃণমূল কংগ্রেসের। ঘাটাল ব্লক তৃণমূল কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে ঘাটালে ঘড়ি মোড় এলাকায় শেষ হয়। মিছিলে ছিলেন ঘাটাল সাংগঠনিক তৃণমূলের সভাপতি অজিত মাইতি, ডেবরার বিধায়ক ড. হুমায়ুন কবির, দাসপুরের বিধায়ক মমতা ভুঁইয়া, ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী তনয়া দাস, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শান্তি টুডু এবং বহু সাধারণ মানুষ।

■ নানুরের শহিদদের স্মরণে এক বিশাল জনসমাবেশের আয়োজন হল বীরভূমের নানুরের বাসাপাড়ায়। সমাবেশে মূল বক্তা ছিলেন কলকাতার মহানাগরিক তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। ছিলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ প্রমুখ। সভায় বিপুল কর্মী-সমর্থক ছাড়াও ছিলেন বহু সাধারণ মানুষ।

সিপিএম থেকে দুই পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে যোগ দিলেন

সংবাদদাতা, রায়না : সিপিএমের দু'জন পঞ্চায়েত সদস্য রবিবার বিকেলে তৃণমূলে যোগ দিলেন। তাঁরা রায়নার পলাশন পঞ্চায়েতের সদস্য। এই পঞ্চায়েতটি সিপিএমের দখলে রয়েছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৮টি আসনের মধ্যে সিপিএম ১০টি আসন পেয়েছিল। আটটি পেয়েছিল তৃণমূল। এদিন সিপিএমের দুই সদস্য তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় পঞ্চায়েতের ক্ষমতা পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিন সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্য বেণীমাধব দত্ত ও নিজাম চৌধুরির হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিধায়ক শম্পা ধাড়া। রায়না ১ পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের কর্মাধ্যক্ষ জাহানুল হক (চন্দন) বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ও এলাকার উন্নতির স্বার্থে সিপিএমের ওই দুই সদস্য তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। ওই অনুষ্ঠানে অঞ্চল সভাপতি বাসুদেব মণ্ডল, স্থানীয় নেতা আব্দুল রাজ্জাক প্রমুখ ছিলেন।

ইস্কোয় স্থানীয়দের নেওয়ার দাবি

প্রতিবেদন : বার্নপুরের ইস্কো কারখানার আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের কাজে অ্যাপ্রেনটিস ট্রেনিংয়ের জন্য আইটিআই প্রশিক্ষিত যুবক-যুবতীদের আহ্বান জানানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে রাজ্যে যোগ্য যুবকরা থাকলেও তাঁদের বাদ দিয়ে ভিনরাজ্যের যুবকদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন তৃণমূলের রাজ্য কমিটির নেতা তথা শিল্পশহর বার্নপুরের ৭৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অশোক রুদ্র। তাঁর বক্তব্য, ভিন রাজ্যের লোক নেওয়া হোক, আপত্তি নেই। তবে অগ্রাধিকার দেওয়া হোক স্থানীয় ছেলেমেয়েদের। তিনি সরাসরি দাবি করেন, ইস্কো কারখানার এক শ্রেণির আধিকারিকরা বাংলা ও বাঙালিদের বিরুদ্ধে। অশোকের বক্তব্য, স্থানীয়দের বঞ্চিত করলে ইস্কো কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন হবে। এই দাবি নিয়ে শোরগোল ওঠে। এ নিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, বিভিন্ন রাজ্যে বাংলা বলায় বাঙালিদের উপর মধ্যযুগীয় অত্যাচার হলেও আমাদের রাজ্য সবাইকে নিয়েই চলায় বিশ্বাসী। এখানে বহু রাজ্যের বহু ভাষাভাষীর মানুষ কাজ করেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে তাঁদের পাশে আছেন। তাই তাঁদের তাড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না। অন্য ভাষার মানুষ এ-রাজ্যে আসবেন, থাকবেন, সেটাই স্বাভাবিক। আমরা যে যা ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষাকে সম্মান করি। বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের ওপর যে নির্যাতন হচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে দলের কেউ ব্যক্তিগতভাবে বিরূপ কিছু বলে ফেলতে পারেন, তবে দল তা অনুমোদন করে না। অশোকের বক্তব্য, তিনি ভিনরাজ্যের লোকেদের তাড়ানোর কথা বলতে চাননি, স্থানীয় ছেলেমেয়েদের নিয়োগে গুরুত্ব দেওয়ার কথাই বলেছেন।

■ নদিয়া দক্ষিণ (রানাঘাট) সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি তথা বিধায়ক ডাঃ মুকুটমণি অধিকারীর নেতৃত্বে জেলা যুব তৃণমূলের উদ্যোগে নানুর দিবস উপলক্ষে কল্যাণী আইটিআই মোড়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি তর্পণ ও পথসভার আয়োজন করা হয়।

অবৈধ সম্পর্কের জেরে সন্তান খুন, ধৃত বাবা-মা

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: তিনদিন পর পুলিশি জেরায় নিজের সন্তানকে খুনের দায় স্বীকার করল বাঁকুড়ার দম্পতি। ঘুমন্ত অবস্থায় শিশুর মুখে বালিশ চাপা দিয়ে তাকে খুন করার কথা জেরায় স্বীকার করার পর ধৃত ওই দম্পতিকে রবিবার বাঁকুড়া জেলা আদালতে পাঠায় পুলিশ। স্ত্রীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক থাকার সন্দেহ এবং তাকে ঘিরে দাম্পত্য কলহের জেরেই এই খুন বলে অনুমান পুলিশের। গত বুধবার রাতে বাঁকুড়া সদর থানার বগা গ্রামে নিজের ঘরের মেঝেতে বিছানা পেতে তিন শিশুসন্তানকে নিয়ে শুয়েছিল পেশায় জনমজুর প্রশান্ত বাউরি ও তার স্ত্রী মুন্নি বাউরি। বৃহস্পতিবার সকালে অন্য দুই সন্তানকে বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় দেখা গেলেও নিখোঁজ ছিল দেড় বছরের কন্যাসন্তান। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় আড়াই দিন নিখোঁজ শিশুর সন্ধানে তল্লাশি চালায় পুলিশ। পুলিশের জেরায় অসংলগ্ন কথাবার্তা বলায় শিশুটির বাবা-মায়ের প্রতি সন্দেহ বাড়ে। শনিবার দুপুরে পুলিশের জেরার মুখে ভেঙে পড়ে দম্পতি। পরে তাদের বাড়ি থেকে প্রায় ৭০০ মিটার দূরে দম্পতির দেখানো ঝোপঝাড়ে ঢাকা একটি জায়গায় বেশ কিছু হাড়গোড় উদ্ধার করে পুলিশ। জেরায় পুলিশ জেনেছে, স্ত্রী মুন্নির বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে, সন্দেহ ছিল স্বামী প্রশান্তর। তার জেরেই দু'জনের মধ্যে কলহ লেগে ছিল এবং স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ৪ বছর শারীরিক সম্পর্ক ছিল না স্বামীর। ফলে বছর আড়াই আগে মুন্নির গর্ভে সন্তান এলে সন্দেহ তীব্র হয়। স্ত্রীর গর্ভপাত করানোর চেষ্টা বিফল হয় এবং সন্তান প্রসব হলে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ফাঁদে প্রশান্ত। বুধবার রাতে স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়লে মদ্যপ অবস্থায় দেড় বছরের কন্যার মুখে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করে সে।

ছাত্রীদের জরায়ু ক্যানসার রুখতে হল টিকাকরণ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : ছাত্রীদের জরায়ু ক্যানসার রুখতে এইচপিভি ভ্যাকসিন। দুর্গাপুরের জেমুয়া ভাদুবালা বিদ্যাপীঠে রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর স্মার্ট সিটির উদ্যোগে ৫০ জন ১০ থেকে ১৪ বছরের ছাত্রীকে দেওয়া হল প্রথম ডোজ। ছয় মাস পরে আবার দেওয়া হবে দ্বিতীয় ডোজ। এতে ঠেকানো যাবে রোগ। পাশাপাশি কী কারণে জরায়ু ক্যানসার হয়, সেই সব বিষয় নিয়ে পড়ুয়াদের পাশপাশি সচেতন করা হয় অভিভাবকদেরও। পরামর্শ দেন বিশিষ্ট স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ ডাঃ রাহুল রায়চৌধুরি। ছিলেন রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর স্মার্ট সিটির সদস্যরা এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক জয়নুল হক ও অন্য শিক্ষকরা। ডাঃ রাহুল বলেন, জরায়ু ক্যানসারের প্রবণতা কমানোর জন্য আজকের এই সচেতনতা। কীভাবে জরায়ুতে ক্যানসার হতে পারে সেই বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়। এই ক্যানসার যাতে না হয়, সেজন্য কী কী করতে হয়, সেগুলিও পরামর্শ দেওয়া হয়। এইচপিভি ভ্যাকসিন কেন নেওয়া দরকার, সেই নিয়েও সকলকে সচেতন করা হয়। প্রধান শিক্ষক জয়নুল হক বলেন, রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর স্মার্ট সিটির আর্থিক সহযোগিতায় ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। আমরা গর্বিত আমাদের পাশে থাকার জন্য।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের নেকড়াশুলিতে সাঁকরাইল থানার ওসি নীলমাধব দলইয়ের নির্দেশে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের সহযোগিতায় রবিবার রাস্তার পাশের ঘন ঝোপঝাড়, আগাছা পরিষ্কার করা হল। ফলে পথচারী ছাড়াও বাইক ও চার চাকা গাড়িচালকেরা উপকৃত হবেন

আমার বাংলা

28 July, 2025 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২৮ জুলাই ২০২৫
সোমবার

ভাষা আন্দোলনের পীঠস্থানে বাংলার মর্যাদারক্ষায় লড়াইয়ের ডাক

বিজেপির ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গর্জন পুরুলিয়ায়

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয়, তখন সাবেক মানভূম জেলা ছিল বিহারে। বাংলাভাষী মানভূমকে বাগে আনতে বিহার সরকার শুরু করে দমন-পীড়ন। গর্জে উঠেছিল বাংলা। পুঞ্চা থানার পাকবিড়রা গ্রামের হাতিবাঁধা বড়তল থেকে বিশাল পদযাত্রা গিয়েছিল কলকাতা। আন্দোলনে জয় হয় বাংলার। সে বছর পয়লা নভেম্বর মানভূম ভেঙে পুরুলিয়া জেলার জন্ম এবং নবগঠিত জেলার বাংলায় অন্তর্ভুক্তি হয়। ১৯৫৬ সালে পাকবিড়রায় বাংলার অধিকাররক্ষার লড়াইয়ে জয়ের সাক্ষী হিসেবে ২০২৫-এর ২৭ জুলাই, রবিবার সেই পাকবিড়রাতেই ফের শুরু হল বাঙালির মর্যাদারক্ষার নতুন লড়াই। দেশ জুড়ে বিজেপি যে বাঙালি বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে এই মঞ্চেই ফের গর্জে উঠল গোটা পুরুলিয়া। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে শুরু হয়ে গেল বাঙালির অস্মিতা রক্ষার আন্দোলন।

২০২৬-এ বিজেপিকে বাংলাছাড়া করেই তাদের এই চক্রান্তের জবাব দেবে আমবাঙালি। সেদিনের বিজয়ভূমে এদিন বাংলাবিরোধী বিজেপির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে তৃণমূল কর্মীরা বুঝিয়ে দিলেন, এ লড়াই জেতার জন্যই লড়ছেন তাঁরা। এদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি রাজীবলোচন সরেন, মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু, প্রাক্তন মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাত, সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত, বিধায়ক সুশান্ত মাহাত, দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি গুরুপদ টুডু, জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি উজ্জ্বল কুমার, পুরুলিয়ার পুরপ্রধান নবেন্দু মাহালি, রঘুনাথপুরের পুরপ্রধান তরণী বাউরি, জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী মিনু বাউরি, জেলা যুব সভাপতি গৌরব সিং, সুমিতা সিং মল্ল, স্বপন বেলথরিয়া প্রমুখ জেলার শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলার সহ-সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল প্রতিবাদ অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশাল এক মিছিল ঐতিহাসিক পাকবিড়রা গ্রাম পরিক্রমণ করে।

■ মঞ্চে বক্তব্যরত রাজীবলোচন সরেন। রয়েছেন মন্ত্রী, বিধায়ক, সভাধিপতি প্রমুখ। বাঁদিকে, পাকবিড়রা গ্রামে বিজেপির ভাষাবিদ্বেষের বিরুদ্ধে জেলা তৃণমূলের বিশাল মিছিলে পা মেলালেন সাধারণ মানুষ।

মিছিলে জেলার প্রতিটি ব্লকের নেতা-কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। স্বভাবতই এদিন মঞ্চ থেকে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় মানভূমের প্রয়াত সাংসদ ভজহরি মাহাতর গান দিয়ে 'শুন বিহারি ভাই/তরা রাখতে লারবি ডাং দেখাই'। তবে এখানে বিহারি নয়, হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় ভাষাসন্ত্রাসী বিজেপিকে। মানভূমের সেদিনের সেই গৌরবোজ্জ্বল আন্দোলনের কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন জেলা তৃণমূল সভাপতি রাজীবলোচন সরেন। তিনি বলেন, বাঙালির সৌভাগ্য তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পেয়েছেন। তিনি থাকতে বাঙালিকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারবে না। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনেই দিদির নেতৃত্বে বিজেপিকে শুধু বাংলাছাড়াই করবে না বাঙালি, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনেই শুরু হবে বিজেপিকে ভারতছাড়া করার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া।

প্রতিবাদী মিছিলে বিধায়ক

■ মিছিলের নেতৃত্বে বিধায়ক নেপাল ঘড়ুই-সহ ব্লক তৃণমূল নেতা-নেত্রী।

সংবাদদাতা, কাঁকসা : ভিনরাজ্যে বাংলাভাষী মানুষদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে সরব হয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত একুশে জুলাইয়ের ধর্মতলা সমাবেশের মঞ্চ থেকে তিনি রাজ্যের প্রতিটি জেলা নেতৃত্বকে ব্লকে ব্লকে ঘটনার প্রতিবাদে মিটিং-মিছিল করে প্রতিবাদে নামার নির্দেশ দেন। সেইমতো রবিবার বিকেলে কাঁকসা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে রবিবার পানাগড় বাজার থেকে জাতীয় সড়কের কাঁকসার আন্ডারপাস পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল হল। মিছিলে ছিলেন গলসির বিধায়ক নেপাল ঘড়ুই, জেলা পরিষদের দুই সদস্য বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমীর বিশ্বাস, ব্লক সভাপতি নবকুমার সামন্ত, জেলার কিষাণ খেত মজদুর সংগঠনের সভাপতি জয়ব্রত বৈদ্য, কাঁকসা ব্লক মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী দেবযানী মিত্র, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, তৃণমূল নেতা পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবদাস বক্সি-সহ অন্যরা।

■ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ব্লক তৃণমূল সভাপতি রাজকুমার পান্ডের নেতৃত্বে পূর্বস্থলী ১ ব্লকের নাদনঘাট অঞ্চল তৃণমূলের মিছিল এবং প্রতিবাদ সভা হল নাদনঘাট ব্যাঙ্ক বাজার এলাকায়।

ঘণ্টায় বাড়বে টাকা, ফাঁদে পড়ে কয়েক লক্ষ গায়েব

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : ১ লক্ষ টাকা দিলে এক ঘণ্টায় বেড়ে এক লক্ষ দশ হাজার হয়ে যাবে, এই শুনে প্রতারকের ফাঁদে পা দিয়ে অতিলোভে কার্যত সর্বস্ব হারালেন চন্দ্রকোণার দুই যুবক। প্রতারকের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে খুইয়েছেন প্রায় ৪ লক্ষ টাকা। দাসপুর থানার আমডাংরা মাঠে টাকা বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য শুক্রবার ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন চন্দ্রকোণার খামারবেড়িয়া গ্রামের সুদীপ পাল এবং শুভেন্দু দণ্ডপাট। সেখানে দাসপুরের কুঞ্জপুরের এক প্রতারক সুজয় দাসের দলের ৬ সদস্য তাঁদের ঘিরে ধরে জোর করে সব টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। পরে অভিযোগ দায়ের হলে তদন্তে নামে দাসপুর থানার পুলিশ। শনিবার অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে কোর্টে পেশ করে। জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। গায়েব করা টাকার অনেকটাই উদ্ধার করা গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

■ চন্দ্রকোণায় ধৃত ছয় প্রতারক।

হারিয়ে যাওয়া বেশ কয়েকশো মোবাইল ফেরাল জেলা পুলিশ

সংবাদদাতা, তমলুক : জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় প্রতিনিয়ত মোবাইল হারানোর অভিযোগ লেগেই থাকে। সেই সমস্ত হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরিয়ে দিল জেলা পুলিশ। শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের তিন এলাকা থেকে মোট ৪৭৩টি হারানো মোবাইল ফেরাল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। জানা যায়, শনিবার বিকেলে তমলুকের নিমতৌড়িতে জেলা পুলিশের উদ্যোগে ২৬০টি মোবাইল ফেরানো হয়। যেগুলি মূলত তমলুক ও হলদিয়া মহকুমা থানা এলাকায় হারানো মোবাইল। উপস্থিত ছিলেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) নিখিল আগারওয়াল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) শ্যামল মণ্ডল-সহ অন্যরা। অন্যদিকে, কাঁথি মহকুমা এলাকার মারিশদা থেকেও এদিন ১৫৯টি হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফেরানো হয় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) শুভেন্দ্র কুমার, কাঁথির মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাস-সহ অন্যদের উপস্থিতিতে। এগরায় এদিন ৫৪টি ফোন ফিরিয়ে দেওয়া হয় গ্রাহকদের হাতে। ছিলেন এগরা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবীদয়াল কুণ্ডু প্রমুখ। জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, সারা বছর ধরেই আমরা সাধারণ মানুষের হারিয়ে যাওয়া ফোনের অভিযোগ পেলেই তদন্ত করে তা ফিরিয়ে দিই।

■ ফেরত পাওয়া ফোন হাতে কয়েকশো উপভোক্তা।

প্রসূতিকে রক্ত দিতে এগিয়ে এলেন 'কোর্টের দিদি' রীতা

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : বেলিয়াবেড়া ব্লকের সাধারণ মানুষের কাছে 'কোর্টের দিদি' বলে পরিচিত রীতা দাস দত্ত। তপসিয়া গ্রামের বাসন্তী খিলারি প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হন। সিজারের কারণে রক্তের প্রয়োজন হয় তাঁর। কিন্তু হাসপাতালে এ পজিটিভ রক্তের জোগান না থাকায় চিন্তায় পড়ে পরিবার। বাসন্তীর স্বামী উত্তম রক্ত জোগাড় না করতে পেরে 'আমারকার ভাষা আমারকার গর্ব-সুবর্ণরৈখিক ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রুপ'-এর সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করায় রক্তের প্রয়োজনের খবর গ্রুপের পৃষ্ঠপোষক বিশ্বজিৎ পালের কাছে পৌঁছায়। বিশ্বজিৎবাবু রীতার সঙ্গে যোগাযোগ করলে শনিবার গোপীবল্লভপুর হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে রীতা রক্ত দেন বাসন্তীকে। রীতা জানান, আমি বাংলার ছাত্রী হওয়ার সুবাদে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'দাঁড়াও' কবিতায় পড়েছি 'মানুষ বড় কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও।' কবির কথা মাথায় রেখেই আমার এই রক্তদান। ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের অধিকার মিত্র রীতা শুধু রক্ত নয়, ঝাড়গ্রামের সাধারণ মানুষকে আইনি অধিকার এবং আইনি সাহায্য করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

■ জরুরি রক্তদানে অধিকার মিত্র রীতা।

ঝাড়গ্রাম

১০
২৮ জুলাই ২০২৫
সোমবার

আমার বাংলা

28 July, 2025 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উত্তরে-দক্ষিণে প্রতিবাদী মঞ্চ থেকে বাংলাবিদ্বেষী বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান

ভগবানপুরে বিজেপি ছাড়ল ৩০

সংবাদদাতা, ভগবানপুর : বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের ভাঙন বিজেপিতে। রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর ১ ব্লক এলাকায় নানুর দিবস ও ভাষা প্রতিবাদ আন্দোলনের সমর্থনে একটি সভা হয়। সেখানেই প্রায় ৩০ জন বিজেপি কর্মী-সমর্থক তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে তুলে নেন। জানা গিয়েছে, গত বিধানসভা নির্বাচনে এই ভগবানপুর বিধানসভা বিজেপির হাতে যায়। কিন্তু মানুষ বিজেপির কাজে ও কথায় সন্তুষ্ট হতে না পেরে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে ক্রমশ তৃণমূলের হাত শক্তিশালী করছেন। এদিন ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খাগা সংসদ এলাকার এই ৩০ জন তৃণমূলে যোগদানকারী জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের জন্য যেভাবে উন্নয়ন করে চলেছেন সেই কাজে নিজেদের শামিল করতেই আমরা তৃণমূলে পরিবারে এলাম। এদিন নবাগতদের হাতে তৃণমূলের ঝান্ডা তুলে দেন ভগবানপুর ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি রবীনচন্দ্র মণ্ডল, কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি জালালউদ্দিন খান, ভগবানপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপসুন্দর পন্ডা প্রমুখ। তাঁদের বক্তব্য, মানুষ বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে আর থাকতে চাইছেন না। তাই ভোট যত এগিয়ে আসছে বিজেপি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে।

তৃণমূলের ঝান্ডা তুলে দিচ্ছেন ভগবানপুরের তৃণমূল নেতৃত্ব।

বিন্নাগুড়িতে বিজেপিত্যাগী ২৫

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ফের রাজগঞ্জে বিজেপির ভিত টলিয়ে রবিবার তৃণমূলে যোগ দিলেন বিন্নাগুড়ির কামারভিটা বাজার বুথের বিজেপির সক্রিয় কর্মী দীনেশ মল্লিক-সহ আরও ২৫ কর্মী। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন রাজগঞ্জের বিধায়ক তথা জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সভাপতি খগেশ্বর রায়। যোগদান পর্বটি আদর্শপল্লিতে আয়োজিত ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদে আয়োজিত সভামঞ্চ থেকে। ছিলেন তৃণমূলের বিন্নাগুড়ি অঞ্চল সভাপতি-সহ স্থানীয় নেতৃত্ব। যোগদান প্রসঙ্গে বিধায়ক বলেন, মানুষ বুঝে গিয়েছেন বিজেপি বিভাজনের রাজনীতি করে। সাধারণ মানুষের পাশে থাকার দায়িত্ব তারা পালন করতে পারেনি। তাই মানুষ নিজে থেকেই আমাদের দলে চলে আসছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় জনকল্যাণমুখী সরকার চলছে এই বার্তাই আজকের এই যোগদানের মধ্যে দিয়ে আরও একবার স্পষ্ট হল। জানা যায়, দলে যোগদানকারীরা মূলত চা-বাগান সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা এবং দীর্ঘদিন বিজেপির সঙ্গে ছিলেন। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি না রাখা, স্থানীয় স্তরে উন্নয়নের অভাব ও দলীয় সংগঠনের অগণতান্ত্রিক মনোভাব এবং সর্বোপরি বাংলাবিদ্বেষী মনোভাবের জন্য এঁরা ক্ষুব্ধ ছিলেন। তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব জানিয়েছেন, আগামী দিনে আরও বহু কর্মী তৃণমূলে যোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের সাংগঠনিক দক্ষতায় উত্তরবঙ্গে দল আরও শক্তিশালী হবে বলে আশাবাদী তৃণমূল নেতৃত্ব।

নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা দিচ্ছেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়।

সমবায়ে তালা লাগাতে গিয়ে পুলিশ-হেনস্থার দায়ে বিজেপি

সংবাদদাতা, ডেবরা : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের রাধামোহনপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের বোর্ড গঠনের নির্বাচন ছিল শনিবার। কিন্তু কমিশন টাকা পাঠায়নি বলে সেই নির্বাচনের তারিখ ফের নতুন করে ঘোষণা করা হবে। আর এই নিয়েই শনিবার বিকেলে সমিতিতে অফিসে তালা লাগাতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ে বিজেপি কর্মীরা। পাশাপাশি দলের মহিলা কর্মীদের দিয়ে পুলিশকর্মীদের হেনস্থাও করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় ৫-৭ জন পুলিশকর্মী আহত হয়ে ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনায় সুয়োমোটো মামলা শুরু করেছে ডেবরা থানার পুলিশ। যদিও সমিতির অফিসে বিজেপির তালা লাগানোর অপচেষ্টা ব্যর্থ হয় পুলিশের তৎপরতায়। এই বিষয়ে ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি অজিত মাইতি বলেন, এটা নিন্দনীয় ঘটনা। বিজেপি পুলিশের ওপর চড়াও হচ্ছে। আমাদের জেলায় আইনশৃঙ্খলা খুব ভাল। পুলিশ দায়িত্ব সহকারে কাজ করছে। কেউ আইন ভাঙার চেষ্টা করলে পুলিশই যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।

ভাষা আন্দোলনে দলনেত্রী

(প্রথম পাতার পর)

এদিকে নেত্রীর ঘোষণামতো জেলায় জেলায় বিক্ষোভ-মিছিল শুরু করেছে তৃণমূল। বীরভূমে মুখ্যমন্ত্রী ভাষা আন্দোলনের সূচনা করার পর আগামী সপ্তাহ থেকে শনি ও রবিবার টানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

রবিবার বিকেলেই বীরভূমে পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার বোলপুরে প্রতিবাদ মিছিলে হাঁটবেন তিনি। এরপর থেকে প্রতি শনি ও রবিবার বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা ও ভিনরাজ্যে বাঙালিদের নিরাপত্তার দাবিতে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি হবে। সোম ও মঙ্গলবার বীরভূমে ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। ২৮ জুলাই দুপুরে গীতাঞ্জলি সভাগৃহে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন তিনি। বিকেলে বোলপুর ট্যুরিস্ট লজ মোড় থেকে জামবনি মোড় পর্যন্ত তিন কিলোমিটার মিছিলে হাঁটবেন। শেষে মঞ্চ থেকে ভাষণ দেবেন। ২৯ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী ইলামবাজারে এক সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। উল্লেখ্য, বিজেপির ভাষা-সন্ত্রাসের প্রতিবাদে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে টানা কর্মসূচি নিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের শাখা-সংগঠনগুলির নেতৃত্বে টানা ধরনা-কর্মসূচি চলবে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে। ২ ও ৩ অগাস্ট মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস শুরু করবে, তারপর প্রতি শনি-রবিবার আন্দোলন হবে যুব তৃণমূল থেকে শুরু করে অন্যান্য সংগঠনের উদ্যোগে। আপাতত ২০ ও ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে কর্মসূচি। ওই দু'দিন তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে হবে প্রতিবাদ সভা।

রেহাই দিল না মা-শিশুকেও

(প্রথম পাতার পর)

ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, ভারতবাসী দেখুন বাঙালিদের বিরুদ্ধে বিজেপির ভাষা-সন্ত্রাস কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে! একটি শিশুও তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাচ্ছে না। বিজেপি দেশকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? এই বর্বরতা মানবাধিকার লঙ্ঘনের স্পষ্ট নিদর্শন।

শিশুটির বাবা মুক্তার খান জানান, আমার দেড় বছরের শিশুপুত্রের কী হাল করেছে দেখুন। মায়ের কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে দিল্লির পুলিশ। তার কান ও কপাল ফাটিয়ে দিয়েছে। আমাদের সবকিছু ফেলে দিয়েছে। কোনও পোশাক-আশাক নেই। মারধর করেছে আমার স্ত্রীকেও। শিশুটিকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও ভর্তি নিতে অস্বীকার করা হয়। শনিবার সকালে সাজেনুরের স্বামী মুক্তার কাজে ছিলেন। তখনই মা-শিশুর উপর অত্যাচার হয়। এরপর বাংলার সরকারের তরফে হস্তক্ষেপে সাজেনুরকে ছেড়ে দেয় দিল্লি পুলিশ। এদিন আক্রান্ত মহিলার বাড়িতে যান মালদহের চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু। তৃণমূল এই ঘটনা প্রসঙ্গে জানিয়েছে, বিজেপির হাতে যে দেশ সুরক্ষিত নয়, তা নিয়ে শুধু বাংলা নয়, বিরোধী রাজ্যগুলি থেকেও প্রবল আওয়াজ উঠেছে। প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে সংসদে। রাজ্যেও শুরু হয়েছে ভাষা আন্দোলন। জেলায়-জেলায় ভাষা আন্দোলনের কর্মসূচিকে সামনে রেখে প্রতিবাদে উত্তাল হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। জনস্রোতে শামিল হয়ে মানুষ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কলকাতায় দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের বুদ্ধিজীবীরা বিজেপিকে রাজাকারদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আজ, সোমবার বীরভূমে প্রশাসনিক সভা সেরে বোলপুরে ভাষা-সন্ত্রাসের প্রতিবাদে মিছিল করবেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির বাংলা, বাঙালি ও বাংলা ভাষার প্রতি বিদ্বেষকে সমুচিত জবাব দেবেন।

আক্রান্ত মহিলার বাড়িতে চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু।

গোটা গ্রামকেই কি বাংলাদেশ যেতে হবে, আতঙ্কে পঞ্চবটির বাসিন্দারা

কমল মজুমদার ● জঙ্গিপুর

রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের কানুপুর পঞ্চায়েতের পঞ্চবটি গ্রামের বহু বাসিন্দা ভয়ে কাঁটা হয়ে আছেন নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবিত ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন (এসআইআর) এবং এনআরসি-আতঙ্কে। গ্রামের অনেকের পূর্বপুরুষ এক সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা ছিলেন বলে জানা যায়। দেশভাগ এবং একাত্তরের যুদ্ধের সময় উদ্বাস্তু হয়ে মুর্শিদাবাদে এসে এই গ্রামে বসবাস শুরু করেন। তাঁদের অনেকেরই বংশধর এই গ্রামে থাকেন। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের কিছু বাসিন্দার কাছে অসম সরকারের 'এনআরসি' নোটিশ পৌঁছেছে। একই সময়ে প্রতিবেশী বিহারে প্রায় ৬০ লক্ষ লোকের নাম বাদ গিয়েছে এসআইআর প্রস্তুতের সময়। তাই পঞ্চবটির শতাধিক পরিবার উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন। তাঁদের একটাই প্রশ্ন, রাজ্যে বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধনী প্রক্রিয়া চালু হলে তাঁরা কি আদৌ ভারতের নাগরিক থাকবেন! পঞ্চবটি এবং মীর গ্রাম এলাকায় মোট ভোটার ১৩২৬। পঞ্চায়েত সদস্য প্রভাস হালদার বলেন, পঞ্চবটি গ্রামে মূলত হালদার, দাস এবং ঘোষ পদবির লোকের বাস। মাছ ধরে বিক্রির কাজের সঙ্গে জড়িত এঁরা। সম্প্রতি বাংলায় কথা বলার অপরাধে এ রাজ্যের বেশ কিছু বাসিন্দাকে 'বাংলাদেশি' সন্দেহে প্রতিবেশী দেশে 'পুশ ব্যাক' করা হয়েছে। তারপর থেকেই এই গ্রামের বহু বাসিন্দা আতঙ্কে আছেন। ২০০০ সালে এলাকায় ভয়ানক বন্যায় অনেকের পুরনো নথি ভেসে যায়। কোনওভাবেই উদ্ধার সম্ভব নয়। যদিও শ্রীরাম হালদার, জীবন হালদার-সহ গ্রামের বহু বাসিন্দার দাবি, তাঁদের কাছে নিজেদের এবং বাবার ভারতীয় হওয়ার প্রমাণপত্র আছে। প্রমাণ হিসাবে রয়েছে রেশন, আধার,প্যান কার্ড সবই। তবে দাদু-ঠাকুমার পুরনো নথি দেখানো সম্ভব নয়। সেই কারণেই অনেকেই চরম আতঙ্কে। কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান মেহের শেখ বলেন, পঞ্চবটির বাসিন্দারা কে কবে কোথা থেকে এসেছেন জানা নেই। তবে গ্রামের সমস্ত নাগরিকেরই ভারতীয় হওয়ার নথি আছে। ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও কোনও মহল থেকে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা চলছে। গ্রামের মানুষদের সমস্যা নিয়ে আমরা বিশেষ বৈঠকে বসব। রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি গৌতম ঘোষ বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রবিবার আমরা ভাষা আন্দোলনে নামি। পাশাপাশি পঞ্চবটির মানুষদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে তারও প্রতিবাদ করছি। বিজেপি এবং কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র আমরা সফল হতে দেব না। গ্রামের মানুষদের পাশে থাকবে তৃণমূল।

গাড়িতে তুলে গণধর্ষণ পথচারীকে

(প্রথম পাতার পর)

তদন্ত শুরু করে। এক সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করে লোনাওয়ালা থানার পুলিশ। বাকি দু'জনের সন্ধান চলছে। ঘটনার জেরে আতঙ্কিত তরুণীর মানসিক স্থিতির জন্যও চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হয়েছে। বিজেপি রাজ্যগুলিতে মানুষের নিরাপত্তাই প্রশ্নচিহ্নের মুখে। মহিলাদের নিরাপত্তা শিকেয় এসে ঠেকেছে। এরা যখন বাংলার দিকে আঙুল তোলে তখন মানুষের উলঙ্গ রাজার গল্পটাই মনে পড়ে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অমানবিক ছবি বিহারে। একটি বাড়ি থেকে ২৫ কেজি কড়াইশুঁটি চুরির অভিযোগে চার কিশোরকে বেদম মারধরের পর অপরাধীদের মতো হাতে দড়ি বেঁধে ঘোরানো হল গোটা গ্রাম। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের মুঙ্গের জেলার একটি গ্রামে

বিমান সুরক্ষায় আপস? এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগ

প্রতিবেদন: বিমান সুরক্ষায় আপস করে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস রেকর্ড জালিয়াতি করেছে বলে অভিযোগ উঠল। আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার পর এই বিষয়ে নানা তথ্য সামনে আসায় বিমানযাত্রার সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। একটি গোপন সরকারি মেমো অনুসারে, ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (ডিজিসিএ) মার্চ মাসে এয়ার ইন্ডিয়ার স্বল্পমূল্যের বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিমান চলাচল সুরক্ষা কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত সময়সীমার মধ্যে একটি এয়ারবাস এ৩২০ বিমানের ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন করতে ব্যর্থ হওয়া এবং সম্মতির রেকর্ড জাল করার অভিযোগে তিরস্কার করেছে।

গত মার্চ মাসে এয়ারলাইন্সকে পাঠানো গোপন সরকারি মেমোতে বলা হয়েছে, ডিজিসিএর নজরদারিতে দেখা গেছে যে একটি এয়ারবাস এ৩২০ বিমানের ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ পরিবর্তন নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন হয়নি। মেমোতে আরও বলা হয়েছে, কাজটি নির্ধারিত সীমার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে বলে ভুয়ো তথ্য দেখানোর জন্য এএমওএস (এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অপারেটিং সিস্টেম) রেকর্ডগুলি পরিবর্তন বা জাল করা

হয়েছে। এএমওএস হল বিমান সংস্থাগুলি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ এবং এয়ারওয়ার্দিনেস পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত সফটওয়্যার। এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছে যে তারা বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে ত্রুটি স্বীকার করেছে এবং 'প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ' বাস্তবায়ন করেছে। তারা আরও জানায়, তাদের প্রযুক্তিগত দল মনিটরিং সফটওয়্যারে রেকর্ড স্থানান্তরের কারণে যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন এর নির্ধারিত তারিখ মিস করেছিল এবং সমস্যাটি চিহ্নিত হওয়ার পরপরই তা সমাধান করা হয়েছিল। তবে ডিজিসিএর অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেনি তারা। পাশাপাশি বলেছে, মার্চ মাসের পর তারা প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে গুণমান ব্যবস্থাপককে পদ থেকে অপসারণ এবং ডেপুটি কন্টিনিউয়িং এয়ারওয়ার্দিনেস ম্যানেজারকে বরখাস্ত করা অন্তর্ভুক্ত। এই ত্রুটি প্রথমবার ২০২৪ সালের অক্টোবরে ডিজিসিএর নিরীক্ষার সময় চিহ্নিত হয়। একটি সূত্র জানিয়েছে, সিএফএম ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপনের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও প্রশ্নবিদ্ধ বিমানটি মাত্র কয়েকটি ট্রিপ পরিচালনা করেছিল। ভারতের এয়ারক্রাফট অ্যাকসিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরোর প্রাক্তন আইন বিশেষজ্ঞ বিভূতি সিং বলেন, এই ধরনের সমস্যা অবিলম্বে সমাধান করা উচিত। এটি একটি গুরুতর ভুল। যখন আপনি সমুদ্রের উপর বা সীমাবদ্ধ আকাশসীমার কাছাকাছি উড়ছেন, তখন ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায়।

এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার এর আগে সংসদে জানিয়েছিল যে গত বছর সুরক্ষা লঙ্ঘনের জন্য বিমান সংস্থাগুলিকে ২৩টি ক্ষেত্রে সতর্ক করা হয় বা জরিমানা করা হয়। এর মধ্যে তিনটি ঘটনায় এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস এবং আটটি ঘটনায় এয়ার ইন্ডিয়া জড়িত ছিল। এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের এয়ারবাসের ইঞ্জিন সমস্যা ১৮ মার্চ দেখা দেয় দুর্ঘটনার কয়েক মাস আগে। তবে, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এই বছর মূল সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়াকেও তিনটি এয়ারবাস বিমানে এসকেপ-স্লাইডের মেয়াদ উত্তীর্ণ চেক নিয়ে নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য সতর্ক করেছে এবং জুনে পাইলটদের ডিউটি টাইমিং-এর গুরুতর লঙ্ঘন সম্পর্কে সতর্ক করেছে। প্রসঙ্গত, এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস টাটা গ্রুপের মালিকানাধীন এয়ার ইন্ডিয়ার একটি সহযোগী সংস্থা। আমেদাবাদ দুর্ঘটনার পর থেকে এয়ার ইন্ডিয়া নিবিড় তদন্তের অধীনে রয়েছে। এক দশকের মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা হিসাবে যা এখনও তদন্তাধীন।

সুপ্রিম কোর্টে আজ উঠতে পারে ভার্মা অপসারণ মামলা

প্রতিবেদন: দুর্নীতির দায়ে বিচারপতির পদ থেকে যশবন্ত ভার্মাকে অপসারণ ইস্যুতে সংসদে সব দল ঐকমত্য হলেও এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে সেই প্রস্তাব পাশ হয়নি। এরই মধ্যে শীর্ষ আদালতে সোমবার উঠতে চলেছে বিচারপতি ভার্মাকে সরানোর মামলা। বিচারপতি ভার্মা নিজের বিরুদ্ধে ইনহাউস তদন্ত প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে যে মামলা দায়ের

সংসদে এগোয়নি ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া

করেছিলেন সেই মামলার জরুরি ভিত্তিতে শুনানি সোমবার বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি এজি মসিহর বেঞ্চে। ইতিমধ্যেই সংসদের দুই কক্ষে বিচারপতি ভার্মাকে সরিয়ে দেওয়ার দাবিতে সরব হয়েছেন শাসক ও বিরোধী উভয় সাংসদরা। লোকসভায় স্পিকারের কাছে বিজেপি সাংসদদের একাংশ এই দাবি পেশ করেছেন। সেই বিষয়ে সোমবার আলোচনারও সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে রাজ্যসভায় বিরোধী সাংসদরা এই দাবি পেশ করেছিলেন চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকড়ের কাছে। তিনি সেই দাবি আলোচনার জন্য গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে তাঁর পদত্যাগের পর ফের রাজ্যসভায় নতুন করে প্রস্তাব আনতে হবে। এরই মধ্যে দেশের সাংবিধানিক ক্ষেত্রে বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার অপসারণ ইস্যু একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা বলে দাবি করেন প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বল। তাই মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি করা হয়। সেই সঙ্গে উল্লেখ করা হয়, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার অপসারণের পক্ষে পর্যবেক্ষণে জানিয়েছিলেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে সোমবার এই মামলা শুনবে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

তড়িঘড়ি বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন পরিকল্পনা : আইনি বৈধতা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠল

প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশনের কাজের আইনি বৈধতা ঘিরে ফের প্রশ্ন উঠল। লোকসভার প্রাক্তন মহাসচিব পিডিটি আচার্য মনে করেন, নির্বাচন কমিশনের দ্বারা বিহারের ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন পরিকল্পনার কোনও আইনি ভিত্তি নেই। নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ নিয়ে তিনি বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (আরপিএ)-এর ২১ ধারা অনুযায়ী সম্পূর্ণ একটি রাজ্যের জন্য নিবিড়, বিশেষ সংশোধন করার কোনও ম্যান্ডেট নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নেই। পিডিটি আচার্য বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন, এই আইন বিভিন্ন ধরনের সংশোধনের অনুমতি দেয়। প্রথম দুটির একটি সাধারণ ও একটি উপনির্বাচনের আগে আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক। তৃতীয়টি হল একটি সাধারণ সংশোধন যা ইসি যেকোনও বছর আদেশ দিতে পারে, তবে সর্বদা ১ জানুয়ারি যোগ্যতার তারিখ-সহ। তিনি বলেন, তাঁরা শেষটি ব্যবহার করছে বলে মনে হচ্ছে এটি একটি 'বিশেষ সংশোধন'। কিন্তু সেই বিধানটি নির্দিষ্ট সমস্যাযুক্ত এক বা কয়েকটি নির্বাচনী এলাকার জন্য হতে পারে। যেমন বিপুল সংখ্যক মানুষের আগমন। এটি অসম, ত্রিপুরা বা বিহারের মতো রাজ্যে ঘটতে পারে। আচার্য জোর দিয়ে বলেন, আইনের শব্দচয়ন সুনির্দিষ্ট। 'একটি নির্বাচনী এলাকা, যেকোনো নির্বাচনী এলাকা বা তার অংশবিশেষ।' একটি নির্বাচনী এলাকার শুধুমাত্র একটি অংশের জন্য বিশেষ সংশোধন করা যায়, কিন্তু কীভাবে আপনি এটি একটি সম্পূর্ণ রাজ্যের জন্য ব্যবহার করবেন? আইনে আরও বলা হয়েছে যে বিশেষ সংশোধনের জন্য ইসিকে কারণ দেখাতে হবে। একটি স্ট্যান্ডার্ড রাজ্যব্যাপী সংশোধনের জন্য কোনও বিশেষ কারণের প্রয়োজন হয় না; এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কারণ দেখানোর এই প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে যে এটি সীমিত, স্থানীয় সংশোধনের জন্য। আচার্য বলেন, পুরো প্রক্রিয়াটি অবৈধ, এবং সুপ্রিম কোর্ট শুধুমাত্র এই ভিত্তিতেই এটিকে বাতিল করতে পারে এবং করা উচিত।

বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধন সম্পর্কিত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে আচার্য বলেন, আমার মনে হয় এটি

ভোটের মুখে কমিশনের অতি-সক্রিয়তা ঘিরে সংশয়

ইসির জন্য প্রায় একটি আদেশ; এটি গ্রহণ না করার জন্য তাদের কারণ দেখাতে হবে। তবে এটি সমস্যার একটি অংশ মাত্র। আচার্যের মতে, পুরো প্রক্রিয়াটি শুরু থেকেই ভুল। প্রথমত, এই সংশোধন জানুয়ারিতে করা উচিত ছিল। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন স্পষ্টভাবে বলে যে যোগ্যতার তারিখ হল ১ জানুয়ারি। আইন অন্য কোনও তারিখের বিধান দেয় না, কারণ ১ জানুয়ারি বছরের শুরু। তিনি প্রশ্ন তোলেন, একটি ভোটার তালিকা ইতিমধ্যেই বিদ্যমান এবং এই বছর এটি সংশোধন করা হয়েছে। গত ছয় মাসে এমন কী ঘটল যাতে এই ধরনের সংশোধনের প্রয়োজন হল? কোনো নাটকীয় জনসংখ্যাগত পরিবর্তন হয়নি। ইসি যে কারণ দেখিয়েছে— ২০ বছরে ব্যাপক জনসংখ্যাগত পরিবর্তন— তা অযৌক্তিক। নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগে এটি করার জন্য এটি আদৌ বৈধ কারণ নয়। এক মাসের মধ্যে তা সম্পন্ন করার জন্য 'নিবিড় সংশোধন' বলা একটি স্ববিরোধিতা। একটি নিবিড় সংশোধনের জন্য অনেক সময় প্রয়োজন হয়। মৌলিক প্রশ্নটি হল নাগরিকত্ব। এবং কে তা নির্ধারণ করে? ইসির এর কোনো ম্যান্ডেট নেই; কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, যা নাগরিকত্ব আইন পরিচালনা করে, তারা এটা করতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, কেন্দ্রীয় সরকার একজন ব্যক্তি কীভাবে তাদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করবে সে-বিষয়ে কোনও নির্দেশনা দেয়নি।

ভোটার আইডি এবং আধার গ্রহণ না করা সম্পর্কে আচার্য বলেন, এটি একেবারেই হাস্যকর। নির্বাচন কমিশন নিজেদেরই বদনাম করছে। এটি তাদের নিজস্ব সততাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার শামিল। তারা এই কার্ড জারি করেছে, এবং ধরে নেওয়া হয় যে তারা নাগরিকত্ব সহ সবকিছু পরীক্ষা করেছে। একবার আপনি সেই নির্বাচনী কার্ড দিয়ে দিলে ধরে নেওয়া হয় যে ব্যক্তিটি একজন নাগরিক। তাহলে তারপর আবার কীভাবে আপনি বলতে পারেন যে সেই নথি গ্রহণযোগ্য নয়? যারা ইতিমধ্যেই তালিকায় আছেন, তাদের জন্য ভোটার আইডি একমাত্র প্রয়োজনীয় নথি হওয়া উচিত। আধার প্রসঙ্গে আচার্য বলেন, এটি গ্রহণ না করে সরকারি সংস্থাগুলি নিজেদেরই উপহাস করছে। তারা নাগরিকদের কাছে নিজেরাই স্বীকার করছে যে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থায় সততার অভাব রয়েছে।

দেশ বিদেশ

28 July, 2025 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার পর ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিশানায় এবার কমলা হ্যারিস। ট্রাম্পের অভিযোগ, ২০২৪ সালের নির্বাচন চলাকালীন একাধিক মার্কিন সেলিব্রিটিকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়েছিলেন হ্যারিস এবং তা সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে লেনদেন হয়েছিল

অপারেশন সিঁদুর: আলোচনার আগে রণকৌশল ঠিক করতে বিরোধী-বৈঠক

সুদেষ্ণা ঘোষাল • দিল্লি

ইন্ডিয়া জোটের দলগুলি সংসদের মকরদ্বারের সামনে এসআইআর-এর প্রতিবাদে আজ বিক্ষোভ দেখাবে

লোকসভায় অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনার সময় বিরোধী দলগুলির রণকৌশল ঠিক করতে সোমবার সকাল ১০টায় বৈঠক করবেন বিরোধী শিবিরের ফ্লোর-লিডাররা। মোদি সরকারের উপরে চাপ তৈরি করতেই পরবর্তী কৌশল কী হবে তা নিয়ে কথা বলবেন তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, সপা, আরজেডি নেতারা। বাদল অধিবেশনে মোদি সরকারের জনবিরোধী নানা পদক্ষেপ নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব তৃণমূল কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোটভুক্ত দলগুলি। সংসদের প্রথম সপ্তাহে তাদের কৌশলগত পদক্ষেপেই তা স্পষ্ট। সেক্ষেত্রে বাকি সংসদ অধিবেশনের রণকৌশল ঠিক করতে সোমবার সকালে বিরোধী শিবিরের ফ্লোর-লিডাররা আগে বৈঠকে মিলিত হবেন। অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী সংসদের অধিবেশনে ভোটার তালিকার নিবিড় সমীক্ষা তৃণমূল-সহ বিরোধী শিবিরের অন্যতম ইস্যু হবে বলে ইতিমধ্যেই স্থির হয়েছে। বিরোধীদের দাবি, তড়িঘড়ি নিবিড় সমীক্ষার নামে বিহারে ৫৬ লক্ষ নাম বাদ নিয়ে সংসদে আলোচনা করতেই হবে মোদি সরকারকে। ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন দফতর ঘেরাও কর্মসূচির পরিকল্পনা করছে ইন্ডিয়া ব্লকের দলগুলি। এই মর্মে সোমবারও কথা বলবেন বিরোধী সাংসদরা। নিবিড় সমীক্ষা নিয়ে তৃণমূল, কংগ্রেস, সপা, আরজেডি ও ডিএমকে আলোচনার দাবিতে লোকসভা ও রাজ্যসভায় নোটিশ দিয়েছে। এর পাশাপাশি তৃণমূলের অন্যতম ইস্যু হল ভাষা-সন্ত্রাস, বিজেপি রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের উপরে অত্যাচার, বাংলার উন্নয়ন খাতে অর্থ বকেয়া। এসব বিষয়ে আলোচনার দাবিতে সোচ্চার হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল।

সোমবার অপারেশন সিঁদুর নিয়ে লোকসভার আলোচনায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সায়নী ঘোষের বাংলায় বক্তব্য রাখার কথা। এর আগে ইন্ডিয়া ব্লকের ভার্চুয়াল বৈঠকে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সরকারের জবাব চাওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্যে সহমত হন বিরোধী নেতারা। এছাড়া সিঁদুর নিয়ে আলোচনায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, সপা সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব, ডিএমকের কানিমোজি বক্তব্য রাখবেন। কেন্দ্রের তরফে প্রধানমন্ত্রী ও তিনজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী অমিত শাহ, রাজনাথ সিং এবং এস জয়শঙ্করের বক্তব্য রাখার কথা। আলোচনা শেষে সেনাবাহিনীর কৃতিত্বকে কুর্নিশ জানাতে সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশ করাতে সরকারের উপর চাপ তৈরি করার পরিকল্পনা নিচ্ছে বিরোধী শিবির।

এখন রাজাকারের ভূমিকায়

(প্রথম পাতার পর)

রবিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপির নোংরা রাজনীতি আর বাংলাবিদ্বেষী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয় গণমঞ্চ। সম্মেলনে ছিলেন মহারাষ্ট্র পুলিশের হতে আক্রান্ত বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক ও মতুয়া সম্প্রদায়ের অত্যাচারিত শ্রমিকরা। তুলে ধরেন বিজেপি-রাজ্যে কীভাবে কোনও নথিপত্র না দেখে কেবলমাত্র হেনস্থা করার উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁদের ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রেখে অত্যাচার করা হয়। শুধুমাত্র বাংলাভাষী মুসলিম সম্প্রদায় নয়, কীভাবে মতুয়া সম্প্রদায়ের উপরও বিজেপির পুলিশ অকথ্য নির্যাতন করেছে, সেই দুঃস্বপ্নের কথাও উঠে আসে গণমঞ্চের সাংবাদিক বৈঠকে।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন পূর্ণেন্দু বসু, সৈকত মিত্র, সুমন ভট্টাচার্য, নিশিকান্ত বিশ্বাস, বর্ণালি মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধব্রত দাস, স্বপন সরকার, পরিমল মণ্ডল, কল্যাণ মণ্ডল-সহ বিশিষ্টরা। এদিন পূর্ণেন্দু বসু জানান, বিজেপি-রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষীদের উপর যে লাগাতার অত্যাচার-হেনস্থা চলছে, তা প্রধানত ভোটের রাজনীতিকে সফল করার জন্য! বাংলা ভাষার উপর এই আক্রমণ পরিযায়ী শ্রমিকদের দিয়ে শুরু হয়েছে। এই অত্যাচার কিন্তু এখানেই থামবে না। এরপর সাধারণ বাঙালির উপরও আক্রমণ শুরু হবে। ভারতে যত রাষ্ট্র-স্বীকৃত ভাষা রয়েছে, আমরা সব ভাষাকেই সম্মান করি। কিন্তু আমাদের মাতৃভাষার উপর এই আক্রমণ আমরা কোনওমতেই মানব না। একইসঙ্গে সিদ্ধব্রত দাস বলেন, যেখানেই যখন বিজেপি জিতছে, সেখানে বাঙালিরা আক্রান্ত হচ্ছে। অসমে বিজেপি দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি-নিধনের যে পাইলট প্রোজেক্ট চালিয়েছে, সেই প্রোজেক্টই এখন বাকি রাজ্যগুলিতেও শুরু করেছে। হিটলারের নাৎসি জামানির মতো বিজেপি দেশকে একটা জেনোসাইডের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিজেপি মানেই বাংলাবিদ্বেষী, বাঙালি-বিদ্বেষী। সংগঠনের সাফ বক্তব্য, বাংলাদেশি চিহ্নিত করা আসলে অজুহাত। আসলে এটা বাংলা ও বাঙালির কৃষ্টি-সংস্কৃতির উপর বেছে বেছে আক্রমণ। বিজেপি যে কতটা বাংলা বিরোধী, তা এই আক্রমণেই স্পষ্ট।

ছিঃ! স্কুল ভেঙে মৃত শিশুর অন্ত্যেষ্টি টায়ার জ্বালিয়ে

প্রতিবেদন : গাফিলতি এতটাই যে জীর্ণ-শীর্ণ স্কুল বাড়িটিকে সারানোর প্রয়োজন মনে করেনি প্রশাসন ও স্কুল কর্তৃপক্ষ। আর তার মাশুল দিতে হয়েছে নিষ্পাপ ৭টি প্রাণকে। রাজস্থানে স্কুলের ছাদ ভেঙে মৃত শিশুদের শেষ সম্মানটুকুও দিতে ব্যর্থ হল সেই রাজ্যের প্রশাসন। হতভাগ্য শিশুগুলোর শেষকৃত্যের সময় কাঠও জুটল না! ভ্যাটে আবর্জনা পোড়ানোর মতো টায়ার জ্বালিয়ে অন্তিম সংস্কার করা হল তাদের। বিজেপির এই চূড়ান্ত অবহেলায় নিন্দার ঝড় উঠেছে বিভিন্ন মহলে। এদের মধ্যে ছয় শিশুর অন্তিম সংস্কার পিপলোদি গ্রামে হয়। আরেক ছাত্রীর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় চাঁদপুরায় তাঁরা নিজের গ্রামে অন্তিম সংস্কারের জন্য। গ্রামে দেহ পৌঁছতেই শোকে গোটা গ্রাম ভেঙে পড়ে। আকস্মিক দুর্ঘটনায় এভাবে ১২ বছরের পড়ুয়ার চলে যাওয়ায় বিস্ময় আর ক্ষোভ ছড়ায় গ্রামে। বিক্ষোভ ঠেকাতে মোতায়েন করা হয় পুলিশ বাহিনী। কিন্তু যে অন্তিম সংস্কার হওয়ার জন্য দেহ আনা হয়, সেই

সংস্কারের ব্যবস্থাই করেনি প্রশাসন!

রাজস্থানে বিপজ্জনক স্কুল বাড়ির ছাদ ভেঙে ৩২ জন পড়ুয়া আহত হয়। এদের মধ্যে সাতজনের মৃত্যু হয়। শনিবার ময়নাতদন্ত সেরে পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হয়। এই সাতজন মৃত শিশুর মধ্যে একজনের দেহ নিয়ে যাওয়া হয় চাঁদপুরায় নিজের গ্রামে।

ইতিমধ্যেই এই গাফিলতির জেরে প্রশাসনের উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিল গ্রামের বাসিন্দারা। তার উপরে অন্তিম সংস্কারের এই হাল যেন গ্রামবাসীদের ক্ষোভের আগুনে আরও ঘৃতাহুতি দিয়েছে। প্রশাসনকে কার্যত তুলোধোনা করেছে স্থানীয়রা।

চিতার উপর দেহ শোয়ানো হলেও চিতার কাঠ ভিজে থাকায় দীর্ঘক্ষণের চেষ্টাতেও জ্বলেনি চিতা। গ্রামবাসীরাই জোগাড় করেছিলেন সেই কাঠ। শেষে পুরনো টায়ার জোগাড় করে সৎকার করা হয় দেহ। বর্ষায় চিতা জ্বালানোর কাঠ রাখার কোনও জায়গাই নেই গ্রামে। ফলে ভেজা কাঠে দাহ করতে সমস্যা হলে রাজস্থানের এই গ্রামে এভাবেই মানুষের অন্তিম সংস্কার হয় বলে জানান গ্রামবাসীরা।

স্কুলের ছাদ ভেঙে পড়ার ঘটনায় সরকারের কুকীর্তি ধামাচাপা দিতে ব্যস্ত রাজস্থানের বিজেপি সরকার। মন্ত্রীদের ভিআইপি ট্রিটমেন্ট দিতে ব্যস্ত। সেই সরকার শিশুদের অন্তিম সংস্কার করারও ব্যবস্থা করেনি। গরিব পরিবারকে পুরনো টায়ার জোগাড় করে দেহ সৎকার করতে হয়েছে।

টাকা পাচ্ছে ১৪,০০০ পুরুষ

(প্রথম পাতার পর)

তখন এরা বিরোধিতা করে। আর নিজেদের রাজ্যে চুপচাপ সেইসব প্রকল্প নকল করে চালু করে দিচ্ছে! এবার নকল করতে গিয়ে বড় কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছে মহারাষ্ট্র সরকার। ভয়ঙ্কর ঘটনা। ডবল ইঞ্জিন রাজ্যে। ওখানে দেখা যাচ্ছে, কারচুপি করে ১৪,২৯৮ জন পুরুষ ২১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা নিয়ে চলে গিয়েছে। তাহলে ওখানে সিবিআই হবে না, ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম যাবে না, মহিলা কমিশনই বা কোথায়? এই প্রকল্পে ২১ থেকে ৬৫ বছর বয়সি মহিলাদের যাঁদের পরিবারের বার্ষিক আয় ২.৫ লক্ষ টাকার কম, তাঁদের প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে সরকারি নিয়মের ফাঁক গলে জালিয়াতি করে প্রকল্পের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে পুরুষরা! মহারাষ্ট্রে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা মহিলাদের জন্য তৈরি এই প্রকল্পের আওতায় ১৪,০০০-এরও বেশি পুরুষ জালিয়াতি করে এই ভাতা পেয়েছেন বলে স্বীকার করে নিয়েছে খোদ সরকারও। নারী ও শিশু উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, ১৪,২৯৮ জন পুরুষকে ২১.৪৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে— যাঁরা অনলাইনে জালিয়াতি করে নিজেদের মহিলা হিসেবে নথিভুক্ত করেছিলেন। প্রকল্পটি চালু হওয়ার প্রায় ১০ মাস পরে এই প্রতারণার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। দরিদ্র মহিলাদের সাহায্যের জন্য লড়কি বহিন প্রকল্প চালু হয়েছিল। পুরুষদের এর সুবিধা পাওয়ার কথা নয়। তাদের দেওয়া টাকা উদ্ধার করবে প্রশাসন। বলেছেন রাজ্য সরকারের এক শীর্ষকর্তা।

চূড়ান্ত অব্যবস্থা! হরিদ্বারের মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত ৭

প্রতিবেদন: রবিবার সকালে হরিদ্বারের মনসাদেবী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে দুর্ঘটনা। চরম অব্যবস্থার ফলে ভিড়ের কারণে পুণ্যার্থীদের হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে ৭ জনের মৃত্যু হল। অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছেন বলে খবর মিলেছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার বেশ কয়েকটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

পাহাড়ের কোলে অবস্থিত মন্দিরে উঠতে অনেকটা সিঁড়ি চড়তে হয়। এখানেই শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। পুণ্যার্থীরা একে অন্যকে টপকে উপরে উঠতে গেলে দুর্ঘটনা ঘটে বলে মনে করছে স্থানীয় প্রশাসন। মন্দির দর্শনের ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল। বিশৃঙ্খলার জেরে পদপিষ্ট হয়ে একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিক অনুমান। গাড়োয়াল বিভাগের কমিশনার বিনয়শঙ্কর পাণ্ডে জানান, খবর পাওয়ামাত্রই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে। আহতদের উদ্ধার করে অ্যাম্বুল্যান্সে তুলে হাসপাতালে পাঠানো হয়। বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই ঘটনায় মন্দির কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ছিল কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অধ্যাপকের স্ত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা

(প্রথম পাতার পর)

স্ত্রীর উপর চড়াও হয় সে। চিৎকার-চেঁচামেচিতে নিরাপত্তারক্ষীরা এসে দ্রুত অভিযুক্তকে ধরে ফেলে। অধ্যাপক ও তাঁর স্ত্রী স্থানীয় রেমুণা থানায় ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধর্ষণের চেষ্টা এবং বলপূর্বক ঘরে প্রবেশ-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এই ঘটনায় বিজেপির ওড়িশায় ফের নারী-নিরাপত্তা নিয়ে জোরদার প্রশ্ন উঠেছে। কিছুদিন আগে ওড়িশার বালেশ্বরে এক কলেজ ছাত্রী অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ জানানোর পরও পুলিশ ও কলেজ কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তায় হতাশ হয়ে ক্যাম্পাসের মধ্যেই গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। পরে মৃত্যুও হয় তাঁর। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ ছড়িয়েছে। তারও কিছুদিন আগে ওড়িশার গোপালপুর সমুদ্র সৈকতে প্রেমিক-বন্ধুকে মারধর ও তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে ১৩ জনের বিরুদ্ধে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই নারী নিরাপত্তার প্রশ্নে উত্তাল ওড়িশা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১৯ জুলাই কলকাতার চিত্রবাণীতে প্রজ্বলনের উদ্যোগে আয়োজিত হয় আলোচনাসভা ও কবিতাপাঠের অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্টরা

খোলা হাওয়া

গান জীবনের তিরিশ

» নয়ের দশকে গানের জগতে আত্মপ্রকাশ রূপঙ্কর বাগচীর। তাঁর গান জীবনের তিরিশ বছর উদযাপন করল দ্যা ড্রিমার্স। ১৮ জুলাই, জিডি বিড়লা সভাঘরে। অনুষ্ঠানের শিরোনাম '৩০টি বৃষ্টি'। সহযোগিতায় সংস্কৃতি সাগর। নিবেদনে শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স। রবীন্দ্র সংগীত, লোক সংগীত, পাশ্চাত্য সংগীত, ভারতীয় রাগ সংগীতের অনুরাগী রূপঙ্কর। রবীন্দ্র সংগীতে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান যেমন প্রিয়, অন্যদিকে রাহুল দেব বর্মনের অনুরাগী। ফ্র্যাঙ্ক সিনাট্রা, হ্যারি বেলা ফন্টে, ন্যাট কিং কোল, বিটলসের, মাইকেল জ্যাকসনের ভক্ত। অনুপ্রেরণা পেয়েছেন বিশ্ব সঙ্গীতের বিশিষ্ট শিল্পীদের থেকে। গান গাওয়া থেকে সুর করা, লেখা— সবমিলিয়ে গানকে সাজিয়ে তোলার ভূমিকাতেও তিনি সাবলীল। কৃষ্টি পটুয়া নাটকের দলে তিনি প্রাণপুরুষ। নাটকে অভিনয়ের পাশাপাশি করেছেন আবহ নির্মাণ, গেয়েছেন গান। অভিনয় করেছেন ওটিটিতে। কণ্ঠ দিয়েছেন বিজ্ঞাপনের গানেও। চলচ্চিত্রের গায়ক হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার। শ্রোতাদের উপহার দিয়েছেন অজস্র মনে রাখার মতো গান। সুরেলা সফরে পার করেছেন তিরিশটা বৃষ্টি। এই দিনের অনুষ্ঠানে আলাপচারিতায় ছিলেন সুজয়প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। রূপঙ্কর বাগচী জানালেন, এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা, পরিবেশনা ছিল একদমই অন্যরকম। সচরাচর যেসব গান গাওয়া হয়ে ওঠে না, সেইসব গান রাখা হয়েছিল তালিকায়। সঙ্গে ছিল কিছু পরিচিত গান।

গুরুদেবের শেষ বিদায়

» ২৫ জুলাই, ১৯৪১ শুক্রবার। তাঁর হাতে গড়া শান্তিনিকেতন থেকে শেষবারের মতো বিদায় নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রিয় গাড়িতে। দুধারে সারিবদ্ধ অশ্রুসজল ভক্তকুল। স্মৃতিচারণায় ফিরে দেখা ৮৪ বছর আগের দিনটিকে। সেই অনুভবকে চিরায়ত করে রাখার প্রয়াসে 'কুশাঙ্কুর' রবীন্দ্রগান, নাটক, কবিতা ও রবীন্দ্রনৃত্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করল ২৫ জুলাই, বিশ্বভারতীর 'লিপিকা প্রেক্ষাগৃহে'। ৮৪ বছর আগের সেই মুহূর্তের একমাত্র জীবিত সাক্ষী দীপেশ রায়চৌধুরী— রবীন্দ্র স্নেহধন্য আশ্রমিকের স্মৃতিচারণায় স্তব্ধ শ্রোতাগণ। নতমস্তকে। মূল্যবান কথায় সমৃদ্ধ করেন রবীন্দ্র-গবেষক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জয় দত্ত ও শংকর আচার্য। ভাবনা ও বিন্যাসে মৃণালকান্তি দাস।

মূকাভিনয় কর্মশালা

» মূকাভিনয় হল একটি আন্তর্জাতিক ভাষা, যা পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তের মানুষের কাছে সহজবোধ্য। এখানে ভাষা কোনও অন্তরায় হয় না। মূক যে অভিনয়, অর্থাৎ কথা না বলে শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে যে অভিনয় তাই মূকাভিনয়। এই অভিনয়ে অভিনেতার হাত, চোখ, মুখ, সমস্ত শরীর যেন কথা বলে ওঠে। ধুবুলিয়া কথাশিল্প আবৃত্তি চর্চাকেন্দ্র গত ৫-৬ জুলাই গাছাবাজার সুকান্ত সাংস্কৃতিক ঐকতান সভাগৃহে এই মূকাভিনয়ের এক কর্মশালার আয়োজন করেছিল। প্রবীণ মূকাভিনয় শিল্পী যোগেশ দত্তের সুযোগ্য শিষ্য শিল্পী কমল নস্কর প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা কর্মশালায় অংশ নেয়। জেলায় মূকাভিনয় নিয়ে এই ধরনের কর্মশালা সম্ভবত প্রথম। দু-দিনের এই কর্মশালায় শিক্ষার্থীদের নিয়ে বেশ কয়েকটি অভিনয় স্কেচ নির্মাণ করেন তিনি। দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় সেগুলি দর্শকদের সামনে অভিনয় করে দেখান শিক্ষার্থীরা। কমল নস্কর নিজেও মূকাভিনয় পরিবেশন করেন।

এ বর্ষা সমারোহে

» সম্প্রতি আইসিসিআর লাইব্রেরি সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হল 'এ বর্ষা সমারোহে'। বার্তা ও মননের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন পঞ্চাশজন কবি, আবৃত্তিকার ও শিল্পী। প্রকাশিত হয় বাইশটি নতুন বই। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রণতি ঠাকুর, তাপস চৌধুরী, পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় ও তমাল লাহা। আয়োজক সৌরভ বিশাই ও সায়ন্তী পাল ঘোষণা করেন অক্টোবরে 'বেঙ্গল স্টার্টআপ কনক্লেভ'-এর আয়োজন।

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণ

» সম্প্রতি সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৯২তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে কলকাতার আইসিসিআর সত্যজিৎ রায় মঞ্চে আয়োজিত হয় মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। গানে-গল্পে সাজানো হয়েছিল অনুষ্ঠানটি। আয়োজনে উপনিষদ মিউজিক ইনস্টিটিউট। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ছিলেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্রী পাপড়ি গঙ্গোপাধ্যায়। সঞ্চালনা করেন দেবাশিস বসু।

ছোটদের ছড়া ও গানের আসর

» ১৯ জুলাই, শিল্পীমন উপস্থাপন করল ছোটদের ছড়া ও গানের আসর। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্গীত পরিচালক উদয়ন মুখোপাধ্যায়, কবি সমর পাল প্রমুখ। সূচনা সংগীত পরিবেশন করেন ঋক রায়। সম্পাদক কেতকীপ্রসাদ রায় সংস্থার ১৬ বছরের যাত্রার ব্যতিক্রমী ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেন। কবি কমল দে সিকদার বক্তব্য রাখেন এবং ছোটদের জন্যে লেখা একটি কবিতা পাঠ করেন। কবি পার্থসারথি গায়েন শিশুসাহিত্য ও গান নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেন। ছিলেন আন্তর্জাতিক তিরন্দাজ রুমা রায়। অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় একক এবং সম্মেলক আবৃত্তি এবং গান। অংশ নেয় শিশুশিল্পীরা। তবলা এবং সিনথেসাইজারে ছিলেন পিকন-শিবা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নন্দিনী লাহা। কালিকাপুর শিল্পীমন ভবনে বৃষ্টি মাথায় এসেছিলেন বহু মানুষ।

প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান

» অবনীন্দ্র সভাঘরে ১৩ জুলাই আষাঢ়-শেষের মেঘলা বিকেলে জমজমাট বৈচিত্র্যভরা বিচিত্রিতার প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। বিশিষ্ট অতিথিদের বরণ করে অনুষ্ঠানের সূচনা কবি-সাংবাদিক ও গবেষক বরুণ চক্রবর্তীর ভাষণে। প্রদীপ প্রজ্বলন-সহ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের পর পরিবেশন করা হল কবিতা-কোলাজ 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ'। নানান অনুষ্ঠানের পর বিচিত্রিতার কর্ণধার অর্পিতা ঘোষ মিত্র, রূপা দত্ত চৌধুরীদের তত্ত্বাবধানে শিশু-কিশোরের দল গান ও কবিতার মনোরম পরিবেশনার মধ্য দিয়ে জমজমাট অনুষ্ঠান সকলের মন জয় করে।

সুন্দরবনরত্ন

» মরমী কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটা হুগলির দেবানন্দপুর শরৎ স্মৃতি পাঠাগারে সম্প্রীতি সম্মান ও সুন্দরবনরত্ন পুরস্কার প্রদান করা হয়। সুন্দরবনরত্ন পুরস্কার পেলেন কবি ও অধ্যাপক ডঃ খগেশ্বর দাস। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন কলকাতা কবিতা উৎসবের উদ্বোধক কবি মৃদুল দাশগুপ্ত, প্রধান অতিথি ডঃ পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, উৎসব সভাপতি কবি কমল দে সিকদার, ডঃ পার্থসারথি চক্রবর্তী, কবি অদীপ ঘোষ প্রমুখ। ডায়মন্ড হারবার প্রেস ক্লাব ও কুসুমের ফেরা সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে এইদিন সম্প্রীতি সম্মাননা প্রদান করা হয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের কয়েকজনকে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাকিল আহমেদ।

১৪
২৮ জুলাই ২০২৫
সোমবার

মাঠে ময়দানে

28 July, 2025 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এশিয়া কাপে ভারত-পাক ম্যাচের সূচি ঘোষিত হতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রাক্তন ক্রিকেটার ও ভক্তদের মধ্যে

প্রি-সিজনে প্রথম সাফল্য ম্যান ইউয়ের

জোড়া গোল ব্রুনোর, জয় মার্কিন মুলুকে

ফ্লোরিডা, ২৭ জুলাই : ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড অধিনায়কের কাছে দুটো প্রস্তাব ছিল। হয় ক্লাবে থাকো নাহলে সৌদি লিগে খেলার প্রস্তাব গ্রহণ করো। ব্রুনো ফার্নান্ডেজ যে প্রথমটাই বেছে নিচ্ছেন সেটা বোঝা গেল মার্কিন মুলুকের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট হ্যামের বিরুদ্ধে প্রি-সিজন ম্যাচে। ৫০ হাজার দর্শকের সামনে ম্যান ইউ এই ম্যাচ জিতেছে ২-১ গোলে। দুই অর্ধে দুটি গোল করেন ব্রুনো। যার মধ্যে একটি গোল পেনাল্টি থেকে। আর এটাই প্রি সিজন ম্যাচে প্রথম জয় রুবেন আমোরিমের দলের।

খেলার ৫ মিনিটে প্রথম গোল করেন পর্তুগালের জাতীয় দলের তারকা। দ্বিতীয়ার্ধে তিনি আরও একটি গোল করেছেন। ওয়েস্ট হ্যামকে এই ম্যাচে চাপে ফেলে দিয়েছিলেন ব্রাজিলের ম্যাথিয়াস কুনহা ও ব্রায়ান এমবিউমা। নতুন মরশুমের আগে ব্রুনো ও কুনহা জুটি ম্যান ইউ কোচ আমোরিমকে আশ্বস্ত করেছে। প্যাট্রিক ডর্গুও প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

কিন্তু জিতেও ডিফেন্সের গলদ দেখে খুব স্বস্তিতে থাকতে পারছেন না আমোরিম। ডিফেন্সের ব্যর্থতার এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে গোল করে বেরিয়ে যান ওয়েস্ট হ্যামের জার্ড বাওয়েন। তবে এক সপ্তাহ আগে স্টকহোমে লিডসের বিরুদ্ধে যে ম্যান ইউকে দেখা গিয়েছিল, তার থেকে এই ম্যাচে অনেক ভাল খেলেছে আমোরিমের দল।

গত বারের প্রিমিয়ার লিগে ম্যান ইউয়ের

গোলের পর উচ্ছ্বাস ব্রুনোর।

পারফরম্যান্স ভাল হয়নি। ফলে তোপের মুখে পড়তে হয়েছিল কোচ আমোরিমকে। চাকরি থাকবে কিনা প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। এবার অবশ্য ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর তাঁর দল। লিডস ম্যাচের খারাপ পারফরম্যান্সের পর তাঁর দল যেভাবে ওয়েস্ট হ্যামকে হারিয়েছে তাতে সমর্থকরা খুশি হতে পারেন। ব্রুনোও গোল করে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করেন।

অভিষেক ম্যাচে র‍্যাশফোর্ড।

বার্সেলোনায় অভিষেক হল র‍্যাশফোর্ডের

কোবে, ২৭ জুলাই : জাপানের কোবে শহরের মিসাকি পার্ক স্টেডিয়ামে বার্সেলোনার হয়ে অভিষেক ম্যাচ খেললেন মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। আধ ঘণ্টা খেলে তিনি গোল করতে না পারলেও স্থানীয় দলের বিরুদ্ধে বার্সেলোনা জিতেছে ৩-১ গোলে। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড থেকে এক বছরের লোনে বার্সেলোনায় যোগ দিয়েছেন র‍্যাশফোর্ড। বর্তমানে তিনি লা লিগা দলের সঙ্গে প্রি-সিজন এশিয়া সফরে বেরিয়েছেন। জাপানের ভিসেল কোবের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল এই সফরেরই অঙ্গ। এরিক গার্সিয়া প্রথমে গোল করার পর খুব তাড়াতাড়ি সমতায় ফিরেছিল জাপানের ক্লাবটি। গোল করেন তাইসেই মিয়াসিরো। পরে ৭৭ ও ৮৭ মিনিটে বার্সেলোনার হয়ে পরপর ব্যাবধান বাড়িয়েছেন রুনি বার্ডঘি ও পেড্রো ফার্নান্ডেজ সারমেইন্তো। গত মরশুমে র‍্যাশফোর্ড ম্যান ইউতে থাকলেও খেলার বিশেষ সুযোগ পাননি। পরে ক্লাবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও ভাল ছিল না। এই অবস্থায় এক বছরের লোনে তাঁর বার্সেলোনায় আসতে পারা আশীর্বাদের মতো। বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক র‍্যাশফোর্ডকে দ্বিতীয়ার্ধে ৩০ মিনিট খেলিয়ে তুলে নেন। এশিয়া সফরে বার্সেলোনা পরের ম্যাচ খেলবে এফসি সিওলের বিরুদ্ধে ৩১ জুলাই। তারপর ৪ অগাস্ট খেলার কথা রয়েছে দাইগুর সঙ্গে। জোয়ান গ্যাম্পার ট্রফিতে এরপর তাদের খেলতে হবে কোমোর বিরুদ্ধে।

দিব্যা-হাম্পির খেতাবি লড়াই

দ্বিতীয় গেমও ড্র, আজ টাইব্রেকার

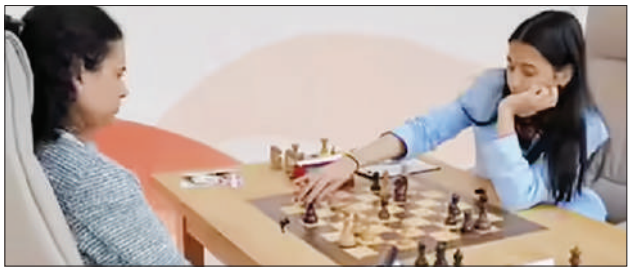

বিশ্বকাপ দাবার ফাইনালে হাম্পি ও দিব্যার দ্বৈরথ। রবিবার।

বাতুমি, ২৭ জুলাই: জর্জিয়ার বাতুমিতে মহিলাদের বিশ্বকাপ দাবার ফাইনালে লড়াই হচ্ছে সেয়ানে-সেয়ানে। দুই রাউন্ডের পর দুই ভারতীয় দাবাড়ু কোনেরু হাম্পি ও দিব্যা দেশমুখকে আলাদা করা যায়নি। দুটো গেমই ড্র হয়েছে। সোমবার টাইব্রেকারে হবে ফয়সালা। সেখানে র‍্যাপিড রাউন্ডে চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণ হবে। ঠিক হয়ে যাবে ভারতের প্রথম মহিলা দাবাড়ু হিসেবে কার মাথায় উঠবে বিশ্বসেরার মুকুট।

ফাইনালে পরপর দু'দিন দুটো ক্লাসিক্যাল গেম হয়েছে। সেখানে প্রথম ৪০ চালের জন্য ৯০ মিনিট করে সময় পেয়েছিলেন দিব্যা ও হাম্পি। প্রতি চালের পর বাড়তি সময় পেলেও কেউ কাউকে টেক্কা দিতে পারেননি। শনিবার প্রথম গেমে সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলেছিলেন দিব্যা। ফলে রবিবার দ্বিতীয় দিন সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলেন হাম্পি। কিন্তু সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলার বাড়তি সুবিধা অভিজ্ঞ হাম্পি নিতে পারেননি। বরং দারুণ ছন্দে থাকা ১৯ বছরের তরুণী দিব্যা আক্রমণাত্মক চালে চাপে ফেলে দেন ৩৮-এর হাম্পিকে। কিন্তু অভিজ্ঞতা দিয়েই সেই চাপ সামলে দ্বিতীয় গেম ড্র করেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। বিশ্বকাপ জিতলে দিব্যাও হয়ে পেয়ে যাবেন গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম।

ইংল্যান্ডকে সতর্ক করলেন স্মিথ

মেলবোর্ন, ২৭ জুলাই: ঘরের মাঠে পাটা উইকেটে ভারতের বিরুদ্ধে শেষ দুই টেস্টে দাপট দেখালেও বছর শেষে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অ্যাসেজের লড়াইয়ে কাজটা সহজ হবে না ইংল্যান্ডের। আগেই সতর্ক করে দিলেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা ব্যাটার স্টিভ স্মিথ। কঠিন সময়ের জন্য তৈরি থেকো, বেন স্টোকসদের সতর্কবার্তা স্মিথের। বিবিসি স্পোর্টকে স্মিথ বলেন, ইংল্যান্ডের পাটা উইকেটে এখন রান করা সহজ। একটু আলাদা ধরনের চ্যালেঞ্জ সামলাতে হয় ইংল্যান্ডের পিচে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় অন্যরকম পরিস্থিতি থাকবে। গত তিন-চার বছর ধরে অস্ট্রেলিয়ায় উইকেট একটু চ্যালেঞ্জিং হয়। টপ অর্ডার ব্যাটারদের জন্য পরীক্ষা। দারুণ একটা অ্যাসেজের আশায় রয়েছি। অ্যাসেজের প্রস্তুতি হিসেবে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের দিকেও নজর রেখেছেন স্মিথ। অস্ট্রেলীয় ব্যাটার বলেন, আমি ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ দেখছি। খুব ভাল একটা সিরিজ হচ্ছে। তবে এই বছর অ্যাসেজ অন্য মাত্রায় পৌঁছতে পারে।

গ্যালারিতে মেসি, আটকে গেল দল

ফ্লোরিডা, ২৬ জুলাই : এক ম্যাচ নির্বাসনের জন্য খেলতে পারেননি লিওনেল মেসি। মেজর লিগ সকারে সিনসিনাটির কাছে গোলশূন্য ড্র করল ইন্টার মায়ামি। রবিবার ঘরের মাঠ চেজ স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসেই দলের ছন্নছাড়া ফুটবলের সাক্ষী রইলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

অলস্টার ম্যাচ না খেলার শাস্তি হিসাবে এক ম্যাচ নির্বাসিত হয়েছেন মেসি ও তাঁর ক্লাব সতীর্থ জর্ডি আলবা। অথচ মেসি ক্লাবের হয়ে শেষ সাতটি ম্যাচের ছ'টিতেই জোড়া গোল করেছিলেন। সিনসিনাটির বিরুদ্ধে প্রথম লেগে মেসির জোড়া গোলেই জিতেছিল ইন্টার মায়ামি। ম্যাচের পর তাই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাসচেরানো। তিনি বলেন, আমি কোনও সমালোচনা করতে চাই না। নিয়ম বদল নিয়েও কোনও মন্তব্য করব না। তবে এই শাস্তির সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি একেবারেই সহমত নই। তবে মেনে নিতেই হবে। আমার একটাই প্রশ্ন, যদি এই ম্যাচটা সিনসিনাটির মাঠে হত, তাহলেও কি মেসিকে শাস্তি দেওয়া হত? কারণ ওকে দেখতে যখন স্টেডিয়াম ভর্তি করে দর্শকরা আসেন, তখন তো কেউ কিছু বলে না!

এদিকে, এদিন ম্যাচ শুরুর আগে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়, ইন্টার মায়ামিতে সদ্য যোগ দেওয়া আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার রডরিগো দি পলকে। দলের নতুন তারকা সম্পর্ক মাসচেরানো বলেন, রডরিগো দুর্দান্ত ফুটবলার। মেসির সঙ্গে ওর দারুণ বোঝাপড়া। আমি নিশ্চিত, ও ইন্টার মায়ামিতে সফল হবে।

ঝুঁকি কমাতে হবে ঋষভকে : বয়কট

লন্ডন, ২৭ জুলাই : ভাঙা পা নিয়েই ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের প্রথম ইনিংসে হাফ সেঞ্চুরি করেছেন ঋষভ পন্থ। ক্রিকেট মহল তাঁর লড়াকু মানসিকতাকে কুর্নিশ জানালেও, জিওফ বয়কট মনে করেন, পন্থ নিজের দোষেই চোট পেয়েছেন।

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ওপেনারের বক্তব্য, কোনও খেলোয়াড়ের চোট পাওয়া দুঃখের বিষয়। তাতে যদি সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের দলের হয়ে ভূমিকা পালনের ক্ষমতায় প্রভাব ফেলে, তাহলে সমস্যা আরও বেড়ে যায়। বিশেষ করে, যদি সেটা ঋষভ পন্থের মতো ক্রিকেটার হয়। কিন্তু এই চোটের জন্য পন্থ নিজেই দায়ী। বয়কটের যুক্তি, ওই সময় ক্রিস ওকসের ফুল লেংথ বলে রিভার্স সুইপ মারার কোনও দরকার ছিল না।

বয়কট বলছেন, ওই সময় ওরকম শট খেলার প্রয়োজন ছিল না। পন্থ অসাধারণ স্ট্রোক প্লেয়ার। উদ্ভাবনী শট খেলে বোলারদের চমকে দিতে পারে। দর্শকরাও ওর ব্যাটিং উপভোগ করে। কিন্তু অনেক সময় অমন শট খেলতে গিয়ে মিসও করে। যেটা ম্যাঞ্চেস্টারে হয়েছে। পন্থ পুরো নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে ব্যাট করছিল। কিন্তু অহেতুক ওই শট খেলতে গিয়ে চোট পেল। যার কোনও দরকার ছিল না। তবে চোট পাওয়ার পরেও যেভাবে ফিরে এসে ব্যাট করেছে, তার প্রশংসা করতেই হবে। কিন্তু এই টেস্টে পুরো ফিট পন্থকে ভারতীয় দলের প্রয়োজন ছিল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আগেও খেলিনি, ভবিষ্যতেও পাকিস্তান ম্যাচ খেলব না। অনড় শিখর ধাওয়ান

মাঠে ময়দানে

28 July, 2025 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৮ জুলাই ২০২৫
সোমবার

আজ ডুরান্ডে ডায়মন্ড হারবার

মহামেডানকে হালকাভাবে নিচ্ছি না : কিবু

প্রতিবেদন: আত্মপ্রকাশের তিন বছরের মধ্যেই ডুরান্ড কাপে অভিষেক হচ্ছে ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের। সোমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে কিবু ভিকুনার দলের সামনে ময়দানের অন্যতম প্রধান মহামেডান স্পোর্টিং। কিন্তু ঘরে-বাইরে নানা সমস্যায় বিপর্যস্ত সাদা-কালো ব্রিগেড। বিদেশি দূর, ফিফার ট্রান্সফার ব্যানের ধাক্কায় অভিজ্ঞ সিনিয়র কোনও ফুটবলারই সই করাতে পারেনি মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দল। এই অবস্থায় ডুরান্ডের শুরুতেই তিন বিদেশি সমৃদ্ধ ডায়মন্ড হারবারের বিরুদ্ধে কঠিন পরীক্ষার মুখে মহামেডান। অন্যদিকে, প্রথমবার ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপে নামার জন্য উত্তেজিত কিবু ভিকুনার ডায়মন্ড হারবার।

আই লিগের প্রস্তুতিটা ডুরান্ডেই সেরে নিতে চাইছে ডায়মন্ড হারবার। সেই লক্ষ্যে সবার আগে প্রি-সিজন শুরু করা কিবুর দল দল গুছিয়ে নিয়েছে ডুরান্ডের জন্য। তিন বিদেশি শহরে এসে অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন। লুকা মাজসেনের মতো ভারতীয় ফুটবলের চেনা বিদেশি মুখ শহরে এসে দু'দিন অনুশীলন সেরে ম্যাচ খেলার জন্য তৈরি। তবে মহামেডানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে অভিজ্ঞ লুকা হয়তো শুরু করবেন না। একমাত্র বিদেশি হিসেবে ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার ক্লেটন সিলভেইরা শুরু করতে পারেন। তবে তিনি একটু নিচ থেকে অপারেট করবেন। আক্রমণে ক্লেটনের সঙ্গী হবেন জবি, নরহরি, গিরিকরা। দলে যোগ দিয়েছেন হোলিচরন নাজারিও। আন্তর্জাতিক ছাড়পত্র না আসায় স্প্যানিশ ডিফেন্ডার মিকেল কোর্তাজারের খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। সোমবার সকালের মধ্যে ছাড়পত্র এলেও মিকেলের খেলার সুযোগ থাকবে। তবে মিকেলকে না ধরেই আপাতত এগোচ্ছেন ডায়মন্ড হারবার কোচ।

বিদেশিহীন মহামেডানে হাজারো সমস্যা থাকলেও ডায়মন্ড হারবার কোচ কিবু বললেন, মহামেডান বড় দল। আমরা হালকাভাবে নিচ্ছি না ওদের। প্রথম ম্যাচ সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সতর্ক। সহকারী কোচ দেবরাজ চট্টোপাধ্যায় বললেন, ডুরান্ডে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার আগে আমরা উত্তেজিত। শুরুটা ভাল করাই লক্ষ্য আমাদের।

প্রস্তুতিতে লুকা মাজসেন। ডায়মন্ড হারবারের অনুশীলনে।

স্টোকস গ্রেট, তবু জাদেজাই এগিয়ে

বলছেন কপিল

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই : স্যার গ্যারি সোবার্স ও জাক কালিসের পর তৃতীয় ক্রিকেটার হিসাবে টেস্টে সাত হাজার রান ও দুশো উইকেট নিয়েছেন বেন স্টোকস। তবুও অলরাউন্ডার হিসাবে স্টোকসের থেকে রবীন্দ্র জাদেজাকে এগিয়ে রাখছেন কপিল দেব। তিনি সাফ জানাচ্ছেন, পরিসংখ্যানে ইংল্যান্ড অধিনায়ক এগিয়ে থাকলেও, ক্রিকেটীয় দক্ষতায় জাদেজা স্টোকসকে টেক্কা দেবেন।

টেস্টে সাড়ে তিন হাজার রান ও ৩২৬ উইকেট নেওয়া জাদেজার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে কপিল বলেন, আমি তুলনায় বিশ্বাসী নই। স্টোকস দুর্দান্ত অলরাউন্ডার। গ্রেট। কিন্তু তবুও আমি জাদেজাকেই এগিয়ে রাখব। কারণ জাদেজা অনেক বেশি ধারাবাহিক। কঠিন পরিস্থিতিতে সব সময় বুক চিতিয়ে লড়াই করেছে। ব্যাট হোক বা বল, সব সময় নিজের সেরাটা দিয়েছে।

একই সঙ্গে শুভমন গিলের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল নিয়েও আশাবাদী কপিল। তাঁর বক্তব্য, এটা একটা তরুণদের দল। অনেকেই এই প্রথমবার ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট খেলছে। ওদের একটু সময় দিতে হবে। এই ক্রিকেটাররাই ভবিষ্যতে দলকে অনেক সাফল্য উপহার দেবে। যে কোনও নতুন দলেরই মানিয়ে নিতে একটু সময় লাগে। তরুণ পেসার অংশুল কম্বোজের পাশে দাঁড়িয়ে কপিল বলেছেন, অভিষেক টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামা একজন তরুণের কাছ থেকে আপনারা কি ১০ উইকেট আশা করেছিলেন!

সায়ন আরও গোল করতে চান, চলে এলেন হামিদ

ইলিশ মাছ হাতে ডার্বির নায়ক সায়ন।

প্রতিবেদন: কলকাতা ডার্বির নায়ক সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় মাটিতে পা রেখেই এগোতে চাইছেন। আসানসোলের ছেলে ২২ বছরের উইঙ্গার কলকাতা লিগের ডার্বিতে গোল করে এবং করিয়ে ম্যাচের সেরার পুরস্কার জিতেছেন। দলকে জিতিয়ে প্রচুর অভিনন্দনবার্তা পেয়েছেন ডার্বির নায়ক। বাবা-মাকে গোল উৎসর্গ করেছেন। কসবায় ইস্টবেঙ্গলের আবাসিক অ্যাকাডেমিতেই বন্ধু সতীর্থদের সঙ্গে কাটান সায়ন। উচ্ছ্বাসে ভাসতে চান না বিএ-র প্রথম বর্ষের ছাত্র। বরং কলকাতা লিগের প্রতি ম্যাচে ভাল খেলে এবং গোল করে সিনিয়র দলে নিয়মিত হতে চান সায়ন।

সিনিয়র দলের হয়ে আইএসএল এবং সুপার কাপ মিলিয়ে মোট ছ'টি ম্যাচ খেলেছেন সায়ন। দু'টি প্রতিযোগিতাতেই ডার্বি খেলেছেন পরিবর্ত হিসেবে। তবে সিনিয়র দলের হয়ে ডার্বিতে গোল পাননি। ফোনে সায়ন বললেন, শুধু ডার্বি নয়। কলকাতা লিগের সব ম্যাচেই ভাল খেলতে হবে। তবেই আমি নিয়মিত সিনিয়র দলের হয়ে আইএসএলে খেলতে পারব। অনেক বেশি গেম টাইম পাব।

আরএফডিএলে মোহনবাগানের জালে বল জড়িয়েছেন। শনিবার আরও একবার। দুটো ম্যাচেই জিতেছে ইস্টবেঙ্গল। তবে সায়ন এগিয়ে রাখলেন কল্যাণীর গোলটিকেই। নেইমারের ভক্ত লাল-হলুদের ডার্বি হিরো। সায়ন বলছিলেন, আমার পজিশন লেফট উইং। নেইমারও লেফট উইংয়ে খেলে। তাই আমি তাঁকে দেখে শেখার চেষ্টা করি। ড্রিবলিং, একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে বিপক্ষ ফুটবলারকে পরাস্ত করার জন্য অনুশীলন করি। গোল করার পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করতেও পছন্দ করি। দলের জয়টাই আসল।

দু'দিন বিশ্রামের পর রবিবার সিনিয়র দল ডুরান্ডের প্রস্তুতিতে নামে। সাউথ ইউনাইটেড ম্যাচে গোড়ালিতে চোট পেয়েছিলেন বিষ্ণু। তিনি এদিন অনুশীলনে ছিলেন। এদিকে, ইস্টবেঙ্গলের নতুন মরোক্কান ফরোয়ার্ড হামিদ আহদাদ রবিবার শহরে চলে এলেন।

সৌরভ চান পাকিস্তান ম্যাচ

প্রতিবেদন : এশিয়া কাপে পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়া নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া আসছে। টুর্নামেন্ট সেপ্টেম্বরে। তবু সূচি প্রকাশ হতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছে। এই আবহে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কিন্তু ভারত-পাক ম্যাচের দিকে রায় দিয়েছেন। সংবাদসংস্থাকে তিনি বলেছেন, আমার পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে কোনও আপত্তি নেই। মোদ্দা কথা হল, খেলা চলুক। সন্ত্রাস যেন আর না হয়। এটা এখনই বন্ধ হওয়া দরকার। তবে ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু খেলাটা হোক বলেই আমি মনে করি। এশিয়া কাপে ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে প্রাক্তনদের অনেকেই আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁরা চান না ভারত এই ম্যাচে খেলুক। সম্প্রতি লেজেন্ডস ক্রিকেটেও পাক-ম্যাচ বাতিল হয়েছে। কিন্তু প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক খেলা বন্ধের পক্ষপাতী নন। তিনি চান বাইশ গজের লড়াই আগের মতোই চলুক।

পাক ম্যাচ নিয়ে আজহারের তোপ

হায়দরাবাদ, ২৭ জুলাই : পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে আপত্তি। অথচ আইসিসি-র টুর্নামেন্ট বা এশিয়া কাপে কেন ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে? প্রশ্ন তুললেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন। বিসিসিআইয়ের এই নীতির কড়া সমালোচনা করেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক।

শনিবার এশিয়া কাপের সূচি প্রকাশ্যে এসেছে। টুর্নামেন্টে গ্রুপ 'এ'-তে ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং ওমান। এছাড়াও সুপার

এশিয়া কাপ

ফোর এবং ফাইনালে দেখা হতে পারে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর। সেক্ষেত্রে এবারের এশিয়া কাপে মোট তিনবার পরস্পরের মুখোমুখি হবে ভারত ও পাকিস্তান।

আজহারের বক্তব্য, আমি সব সময় বলেছি, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হলে সব জায়গাতেই হওয়া উচিত। আর না হলে, কোথাও নয়। ভারত ও পাকিস্তান যদি নিজেদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ না খেলে, তাহলে অন্য কোনও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টেও খেলা উচিত নয়। কিন্তু সরকার ও বিসিসিআই যেটা বলবে, সেটাই হবে।

পহেলগাঁওয়ে পাক জঙ্গি হানার পর, ভারতের অপারেশন সিঁদুর। দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সম্পর্ক তলানিতে। সম্প্রতি লেজেন্ডস লিগেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে অস্বীকার করেছিলেন শিখর ধাওয়ান, ইউসুফ পাঠান, ইরফান পাঠান, হরভজন সিংরা। ফলে সেই ম্যাচ বাতিল হয়। এই প্রসঙ্গে আজহারের বক্তব্য, প্রাক্তন ক্রিকেটারদের এই লিগ আইসিসি বা বিসিসিআইয়ের অনুমোদিত টুর্নামেন্ট নয়। এটি ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত হয়। কিন্তু এশিয়া কাপ পরিচালনা করে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল। আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ক্ষেত্রে বোর্ডই যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

এদিকে, আরেক প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার এস শ্রীসন্থ আবার বিসিসিআইকে অনুরোধ করেছেন, এশিয়া কাপের ভারত-পাক ম্যাচ বাতিল করার। শ্রীসন্থের বক্তব্য, দেশভক্তি সবার আগে। পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের খেলা উচিত নয়। এবার আর ব্যবসা নয়, দেশ নিয়ে ভাবার সময় এসেছে।

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। যখন আমাদের একটা টেস্ট দল ছিল। যেখানে বোলাররা ২০ উইকেট তুলত। নাম না করে গম্ভীরকে তোপ বিরাট কোহলির দাদা বিকাশের

চাপে নীতীশ

■ **নয়াদিল্লি :** চোটে ইংল্যান্ড সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন। দেশে ফিরেই বিপাকে নীতীশ রেড্ডি। ভারতীয় অলরাউন্ডারের বিরুদ্ধে পাঁচ কোটি টাকার মামলা করেছে তাঁরই প্রাক্তন এজেন্ট সংস্থা। নীতীশের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে ওই সংস্থা অভিযোগ করেছে, চুক্তি ভেঙেছেন নীতীশ। এমনকী, সংস্থাকে প্রাপ্য অর্থও দেননি। আগামী ২৮ জুলাই এই মামলার শুনানি। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে ওই সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন নীতীশ। ওই এজেন্সির মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তিও হয়েছিল তাঁর। কিন্তু গত অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝপথেই সম্পর্ক ছিন্ন করেন নীতীশ। এদিকে, আগামী আইপিএলে তিনি সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ছাড়ছেন বলে যে খবর রটেছে, তা এদিন উড়িয়ে দিয়েছেন নীতীশ।

জয়ী অস্ট্রেলিয়া

■ **সেন্ট কিটস :** সিরিজ আগেই পকেটে পুরে ফেলেছিল। এবার চতুর্থ টি-২০ ম্যাচেও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩ উইকেটে হারিয়ে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২০৫ রান তুলেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সর্বোচ্চ ৩১ রান করেন শেরফানে রাদারফোর্ড। এছাড়া রভমান পাওয়েল এবং রোমারিও শেফার্ড দু'জনেই ২৮ রান করেন। তিন উইকেট নেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম জাম্পা। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ১৯.২ ওভারে ৭ উইকেটে ২০৬ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া। ক্যামেরন গ্রিন ৩৫ বলে অপরাজিত ৫৫ করেন। জস ইনিংসের অবদান ৫১। ১৮ বলে ৪৭ করেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল।

নেতা তিলক

■ **বেঙ্গালুরু :** দলীপ ট্রফিতে দক্ষিণাঞ্চলকে নেতৃত্ব দেবেন তিলক ভার্মা। আগামী মাসে এই টুর্নামেন্ট দিয়েই শুরু হচ্ছে ভারতীয় ঘরোয়া ক্রিকেটের নতুন মরশুম। ২২ বছর বয়সি তিলক ইতিমধ্যেই ভারতের হয়ে ২৫টি টি-২০ এবং ৪টি একদিনের ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। বাঁ হাতি মিডল অর্ডার ব্যাটার সম্প্রতি হ্যাম্পশায়ারের হয়ে কাউন্টি ক্রিকেটে দারুণ ফর্ম ছিলেন। চার ম্যাচে জোড়া সেঞ্চুরি-সহ মোট ৩১৫ রান করেছেন তিলক।

জয়ের সমান ড্র ম্যাঞ্চেস্টারে

গিল, জাদেজা, সুন্দরের সেঞ্চুরি, সিরিজে ভেসে ভারত

ভারত ৩৫৮ ও ৪২৫/৪
ইংল্যান্ড ৬৬৯

■ সেঞ্চুরির পর শুভমন, জাদেজা ও সুন্দর। রবিবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে। ত্রয়ীর ব্যাটে সিরিজ বাঁচিয়ে রাখল ভারত।

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৭ জুলাই : লর্ডসে হয়নি। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে হল! ইংল্যান্ডের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট সসম্মানে ড্র করল ভারত। এই ড্র জয়ের থেকেও বড়। সাধে কি আর নেভিল কার্ডাস সেই কবেই স্কোরবোর্ডকে গাধা বলেছিলেন!

গতকাল যখন ভারত শূন্য রান দু'উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে, তখন অতিবড় সমর্থকও ভাবেননি, এই টেস্ট বাঁচাতে পারবেন শুভমন গিলরা। কিন্তু সেটাই হল। গতকাল লড়াই শুরু করেছিলেন শুভমন ও কে এল রাহুল। তৃতীয় উইকেটে ১৮৮ রান যোগ করেছিলেন দু'জনে। অসমাপ্ত কাজ শেষ করলেন রবীন্দ্র জাদেজা ও ওয়াশিংটন সুন্দর। রাহুল মাত্র ১০ রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেন। তবে শুভমন, জাদেজা, সুন্দরের ব্যাট থেকে এল ঝকঝকে সেঞ্চুরি। শুভমন ১০৩ রান করে আউট হলেও, জাদেজা ১০৭ ও সুন্দর ১০১ রানে অপরাজিত থেকে গেলেন। অসমাপ্ত পঞ্চম উইকেটে দু'জনে ৩৩৪ বলে যোগ করলেন ২০৩ রান। ১৪৩ ওভার হাত গুটিয়ে ইংল্যান্ডের বোলারদের ঝুলিতে সাকুল্যে চার উইকেট! ইনিংসে হারের ভ্রুকুটি উড়িয়ে সিরিজ বাঁচিয়ে রাখলেন শুভমনরা।

লাঞ্চের আগেই গতকালের দুই অপরাজিত ব্যাটারকে হারিয়েছিল ভারত। রাহুল ৯০ রান করে স্টোকসের বলে লেগ বিফোর উইকেট হন। স্টোকসের অচমকা লাফিয়ে ওঠা বলে আঙুলে চোট পান শুভমন। চলতি সিরিজে চার নম্বর সেঞ্চুরিটা করে ফেললেন যন্ত্রণা আগ্রাহ্য করেই। ব্যাট হাতে স্বপ্নের একটা সিরিজ কাটাচ্ছেন শুভমন। ভারতের তৃতীয় ব্যাটার হিসাবে এক সিরিজে সাতশোর (৭২২) বেশি রান! এর আগে এই কৃতিত্ব ছিল সুনীল গাভাসকর ও যশস্বী জয়সওয়ালের। এখানেই শেষ নয়, অধিনায়ক হিসাবে একটি টেস্ট সিরিজে সবথেকে বেশি সেঞ্চুরির (৪টি) রেকর্ডও ছুঁয়ে ফেলেছেন শুভমন। এই রেকর্ড ছিল স্যার ডন ব্র্যাডম্যান এবং গাভাসকরের। ১৯৪৭-৪৮ মরশুমে ভারতের বিরুদ্ধে এক সিরিজে চারটি সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ব্র্যাডম্যান। আর ১৯৭৮-৭৯ সালে গাভাসকর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।

লাঞ্চের ঠিক আগে জোফ্রা আর্চারের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে খোঁচা দিয়ে উইকেট উপহার দিলেন শুভমন। প্যাভিলিয়নে ফেরার পথে দৃশ্যতই হতাশ দেখাচ্ছিল তাঁকে। তবে সেটাই ছিল ইংল্যান্ডের শেষ সাফল্য। এর পর জাদেজা-সুন্দর জুটি একরাশ হতাশা ছাড়া আর কিছুই উপহার দেয়নি স্টোকসদের।

অধিনায়ক কে, গিল না গম্ভীর

খোঁচা সানির

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৭ জুলাই : ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক শুভমন গিল না কি গৌতম গম্ভীর? প্রশ্ন তুললেন সুনীল গাভাসকর!

ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে ভারতের দল নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদবকে না খেলানো নিয়ে সাফাই দিতে হচ্ছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে। আবার শার্দূল ঠাকুরকে খেলানো হলেও, তাঁকে দিয়ে মাত্র ১১ ওভার বল করানো হয়েছে। গাভাসকর বলছেন, আমি তো এটা ভেবেই পাচ্ছি না, এই দলটার অধিনায়ক কে? শুভমন গিল না গৌতম গম্ভীর। আমার তো মনে হচ্ছে, শুভমন নিজের পছন্দসই একাদশ পাচ্ছে না। ও হয়তো এই টেস্টে শার্দূলের বদলে কুলদীপকে খেলাতে চেয়েছিল।

ক্ষুব্ধ কিংবদন্তি ওপেনার আরও বলেছেন, এটা কিন্তু শুভমনের দল, গম্ভীরের নয়। আর জবাবদিহি যখন অধিনায়ককে করতে হয়, তখন সিদ্ধান্তও অধিনায়কেরই হওয়া উচিত। তার উপর জোর করে কিছু সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। শুভমন কি গম্ভীরকে বলবে, জেন্টেলম্যান এটা কিন্তু আমার দল।

সানির সংযোজন, আমাদের সময় কোচ বলে কিছু ছিল না। একজন ম্যানেজার থাকতেন। এখনকার অধিনায়ক-কোচ যৌথ নিয়ন্ত্রণ আমি ঠিক বুঝতে পারি না।মাঠে অধিনায়ককেই কিন্তু সব দায়িত্ব নিতে হয়। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হয়। দল ভাল করলে, কৃতিত্ব যেমন অধিনায়কের। তেমন ব্যর্থ হলেও দায় তাকেই নিতে হয়। সেখানে কোচের কোনও ভূমিকা নেই। কোন এগারো খেলবে, ব্যাটিং অর্ডার কী হবে, এসব নিয়ে কোচ ও অধিনায়কের মধ্যে আলোচনা হতেই পারে। দিনের খেলা শুরুর আগে, বিরতিতে বা খেলা শেষ হওয়ার পর কোচ পরামর্শ দিতেই পারেন।

স্টোকসের ড্রয়ের প্রস্তাব উড়িয়ে দেন জাদেজারা

ঋষভ আর সিরিজেই নেই : গম্ভীর

■ স্টোকসের ড্রয়ের প্রস্তাব ফেরাচ্ছেন জাদেজা।

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৭ জুলাই : ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে শেষ দিন নাটকের পর নাটক। তবে সবথেকে বড় নাটকীয় পরিস্থিতি হল যখন বেন স্টোকস রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে হাত মিলিয়ে খেলা ড্র মেনে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুই নট আউট ব্যাটার জাদেজা ও ওয়াশিংটন সুন্দর সেই প্রস্তাব মানতে রাজি হননি।

ভারত তখন ৩৮৬/৪। খেলার বয়স ১৩৮ ওভার। সেই মুহূর্তে ভারতের লিড ছিল ৭৫ রানের। ম্যাচের পরিণতি তখনই স্পষ্ট। নিশ্চিত ড্রয়ের দিকে যাচ্ছিল খেলা। ইংল্যান্ড বোলারদের দৃশ্যত ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় ইংল্যান্ড অধিনায়ক ড্রয়ের প্রস্তাব দেন। যাতে তাঁর বোলাররা আর বেশি ক্লান্ত না হয়ে পঞ্চম টেস্টে মাঠে নামতে পারেন। কিন্তু সেটা হয়নি।

দুই বাঁহাতি অলরাউন্ডার তখন সেঞ্চুরির কাছে ছিলেন। স্টোকস অবশ্য তাঁর প্রস্তাব খারিজ হওয়ায় অবাক হয়ে যান। হতাশা ফুটে ওঠে তাঁর মুখে। তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে সেখান থেকে সরে যান। এরপর জলপানের বিরতি হয়। ভারত শেষপর্যন্ত আরও খেলে ম্যাচ ড্র করে সিরিজ বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। স্টোকস পরে বলেন, ভারত প্রচুর লড়াই করে ম্যাচ ড্র করেছে। আমি বোলারদের যাতে চোট না লাগে তাই ঝুঁকি নিতে চাইনি। তবে নাসের হুসেন বলেছেন, আরও খেলতে চেয়ে জাদেজারা কোনও অন্যায় আবদার করেননি।

এদিকে, খেলার পর সাংবাদিক সম্মেলনে এসে কোচ গৌতম গম্ভীর জানান, ঋষভ পন্থ আর এই সিরিজে নেই। তাঁর কথায়, ঋষভ যেভাবে ভাঙা পা নিয়ে ব্যাট করেছে সেটা পরের অনেকগুলি প্রজন্ম মনে রাখবে।